পারা ১৩

(٥٢) وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ

৫৩। অমা ~ উবার্‌রিয়ু নাফ্‌সী ইন্নান্ নাফ্‌সা লাআম্মা-রতুম্ বিস্‌সূ — য়ি ইল্লা-মা-রহিমা রব্বী ;
(৫৩) আর নিজেকে নির্দোষ মনে করো না, কেননা, মন তো কুকর্মপ্রবণ, তবে সে ছাড়া যার প্রতি আমার রব দয়া করেন;

إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥٣) وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا

ইন্না রব্বী গফূরুর্ রহীম্। ৫৪। অক্বা-লাল্ মালিকু''তূ নী বিহী ~ আস্‌তাখ্‌লিছ্‌হু লিনাফ্‌সী ফালাম্মা-
নিঃসন্দেহে আমার রব ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫৪) আর বাদশাহ্ বলল, তাকে নিয়ে আস, আমার একান্ত সহচর বানাব। যখন

كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (٥٤) قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ

কাল্লামাহূ ক্বা-লা ইন্নাকাল্ ইয়াওমা লাদাইনা-মাকীনুন্ আমীন্। ৫৫। ক্বা-লা জ্ব্‌'আল্‌নী 'আলা-খযা — য়িনিল্ আর্‌দ্বি
কথা বলল, তখন বাদশা বলল, আজ তুমি আমাদের সম্মানিত, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। (৫৫) (ইউসুফ) বলল, আমাকে দেশের

إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥) وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ

ইন্নী হাফীজুন্ 'আলীম্। ৫৬। অকাযা-লিকা মাক্কান্না- লিইয়ূসুফা ফিল্ আর্‌দ্বি; ইয়াতাবাঅয়ু মিন্‌হা- হাইছু
ধনাগারের দায়িত্ব দিন, আমি রক্ষক, অভিজ্ঞ। (৫৬) এ'ভাবে আমি ইউসুফকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলাম, সে ইচ্ছামত

يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٦) وَلَأَجْرُ ٱلْءَاخِرَةِ

ইয়াশা — য়ু; নুছীবু বিরহ্‌মাতিনা- মান্ নাশা — য়ু অলা-নুদ্বী'উ আজ্‌রল্ মুহ্‌সিনীন্। ৫৭। অলা আজ্‌রুল্ আ-খিরতি
৭ ঘুরতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা করুণা দান করি, আর নেককারদের শ্রম নষ্ট করি না। (৫৭) যারা মু'মিন ও মুত্তাকী

ع ৮ ১ রুকু

خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ (٥٧) وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ

খইরুল্ লিল্লাযীনা আ-মানূ অকা-নূ ইয়াত্তাক্বূ-ন্। ৫৮। অজ্বা — য়া ইখ্‌ওয়াতু ইউসুফা ফাদাখলূ 'আলাইহি
তাদের জন্য পরকালের পুরস্কারই উত্তম। (৫৮) ইউসুফের ভ্রাতারা তার নিকট এসে হাযির হল। আর ইউসুফ তাদের

فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ (٥٨) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍ لَّكُم

ফা'আরফাহুম্ অহুম্ লাহূ মুন্‌কিরূন্। ৫৯। অলাম্মা-জ্বাহ্‌হাযা হুম্ বিজ্বাহা-যিহিম্ ক্বা-লা''তূনী বিআখিল্লাকুম্
চিনল, কিন্তু তারা ইউসুফকে চিনতে পারে নি। (৫৯) সে তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে বলল, তোমরা তোমাদের বৈমাত্রেয়

مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ (٥٩) فَإِن لَّمْ

মিন্ আবীকুম্ আলা-তারাওনা আন্নী ~ উফিল্ কাইলা অআনা খইরুল্ মুন্‌যিলীন। ৬০। ফাইল্লাম্
ভাইকে নিয়ে এস। তোমরা কি দেখছ না, আমি মাপে পুরো দেই ও শ্রেষ্ঠ মেযবান। (৬০) অতঃপর তোমরা যদি তাকে

আয়াত-৫৩ ঃ ইউসুফ (আঃ)-এর এই উক্তি হতে জানা যায় যে, কোন গুনাহ্ হতে আত্মরক্ষার তাওফীক হলে তজ্জন্য গর্ব কিংবা এর বিপরীতে যারা গুণাহ করে তাদেরকে হেয় ভাবা উচিত নয়। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৫৫ ঃ ইউসুফ (আঃ)-এর এ উক্তি হতে বুঝা গেল যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজের কোন গুণগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা অবৈধ নয়। তবে তা অহংকার ও গর্ববশতঃ হওয়া উচিত নয়। উল্লেখ্য যে, যদি নিজে ভালভাবে কোন বিশেষ পদ সম্পাদন করতে পারবে বলে আত্মবিশ্বাস থাকে এবং গুনাহেও লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকে, তবে পদটি নিজে চেয়ে নেয়া জায়েয। এ শর্তে যে, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ-কড়ির মোহে নয়, বরং জনগণের বিশুদ্ধ সেবা ও ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণই উদ্দেশ্য হতে হবে। যেমন, ইউসুফ (আঃ)-এর সামনে এ লক্ষ্যই ছিল। (মাঃ কোঃ)

تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦١﴾ قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ

তা''তূনী বিহী ফালা- কাইলালাকুম্ 'ইন্দী অলা-তাক্ব্রাবূন্। ৬১। ক্ব-লূ সানুরা-ওয়িদু 'আন্হু আবা-হু

আমার নিকট না আন, তবে তোমরা কোন বরাদ্দ পাবে না, কাছেও আসতে পারবে না। (৬১) তারা বলল, আমরা আব্বাকে

وَإِنَّا لَفَٰعِلُونَ ﴿٦٢﴾ وَقَالَ لِفِتْيَٰنِهِ ٱجْعَلُوا۟ بِضَٰعَتَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ

অইন্না- লাফা-'ইলূন্। ৬২। অক্ব-লা লিফিত্ইয়া-নিহিজ্'আলূ- বিদ্বোয়া-'আতাহুম্ ফী রিহা-লিহিম্ লা'আল্লাহুম্

সম্মত করতে চেষ্টা করব, এবং আমরা নিশ্চয়ই এটা করব। (৬২) ভৃত্যদের বলল, তাদের মূলধন, তাদের মাল-পত্রের মধ্যে

يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٣﴾ فَلَمَّا رَجَعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ

ইয়া'রিফূনাহা ~ ইযান্ ক্বলাবূ~ ইলা ~ আহ্লিহিম্ লা'আল্লাহুম্ ইয়ারজ্বি'উন্। ৬৩। ফালাম্মা- রাজ্বা'উ~ ইলা ~ আবীহিম্

রেখে দাও, যেন পরিজনের কাছে ফিরলে বুঝতে পেরে আবার প্রত্যাবর্তন করে। (৬৩) অতঃপর পিতার কাছে পৌছে বলল,

قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٭

ক্ব-লূ ইয়া ~ আবা-না- মুনি'আ মিন্নাল্ কাইলু ফাআর্সিল্ মা'আনা ~ আখা-না-নাক্তাল্ অইন্না-লাহূ লাহাফিজূন্।

হে পিতা! আমাদের বরাদ্দ নিষিদ্ধ। আমাদের ভাইকে সাথে দিন, যেন রসদ পাই। আর তাকে আমরা হেফাজত করবই।

﴿٦٤﴾ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَٱللَّهُ خَيْرٌ

৬৪। ক্ব-লা হাল্ আ-মানুকুম্ 'আলাইহি ইল্লা-কামা ~ আমিন্তুকুম্ 'আলা ~ আখীহি মিন্ ক্বব্লু; ফাল্লা-হু খইরুন্

(৬৪) পিতা বলল, আমি তোমাদেরকে কি সেরূপ বিশ্বাস করব ইতোপূর্বে যেরূপ তার ভাই সম্পর্কে করেছিলাম; আল্লাহই উত্তম

حَٰفِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٦٥﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا۟ مَتَٰعَهُمْ وَجَدُوا۟ بِضَٰعَتَهُمْ

হা-ফিজোয়াঁও অহুঅ আরহামুর্ র-হিমীন্। ৬৫। অলাম্মা- ফাতাহূ মাতা-'আহুম্ অজ্বাদূ বিদ্বোয়া-'আতাহুম্

হেফাজতকারী এবং তিনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (৬৫) তারা যখন তাদের মালপত্র খুলল, তখন তারা দেখতে পেল তাতে তাদের মূলধন

رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مَا نَبْغِى ۖ هَٰذِهِۦ بِضَٰعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ

রুদ্দাত্ ইলাইহিম্; ক্ব-লূ ইয়া ~ আ-বা-না-মা-নাব্গী হা-যিহী বিদ্বোয়া-'আতুনা- রুদ্দাত্ ইলাইনা- অনামীরু

তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল, হে পিতা! আর কি আশা করতে পারি? মূলধন ফেরৎ পেয়েছি। পরিবারের রসদ আনব

أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٦﴾ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ

আহ্লানা-অনাহ্ফাজু আখ-না-অনায্দা-দু কাইলা বা'ঈর্ যা-লিকা কাইলুঁই ইয়াসীর্। ৬৬। ক্ব-লা লান্ উর্সিলাহূ

ভাইকে রক্ষা করব। একউষ্ট্র-বোঝাই পন্য আনব, এ তো সহজ হিসাব। (৬৬) বলল, তাকে আমি তোমাদের সঙ্গে

مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا

মা'আকুম্ হাত্তা-তু'তূনি মাওছিক্বম্ মিনাল্লা-হি লাতা''তুন্নানী বিহী ~ ইল্লা ~ আইঁ ইয়ুহা-ত্বোয়াবিকুম্, ফালাম্মা ~

দিব না, যতক্ষণ না তোমরা শপথ করবে আল্লাহর নামে যে, তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনবে, তবে যদি তোমরা অসহায় হয়ে পড়,

آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٧﴾ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ

আ-তাওহু মাওছিক্বহুম্ ক্বা-লাল্লা-হু 'আলা- মা- নাক্বূলু অক্বীল্। ৬৭। অ ক্বা-লা ইয়া-বানিয়্যা লা-তাদ্‌খুলূ মিম্

তবে অন্য কথা। অতঃপর তারা তাঁকে ওয়াদা দিলে তিনি বললেন, আল্লাহই সকল বিষয়ে হেফাজতকারী। (৬৭) বলল, হে আমার ছেলেরা!

بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ

বা-বিঁও অহিদিঁও ওয়াদ্‌খুলূ মিন্ আব্‌ওয়া-বিম্ মুতাফার্‌রিক্বাহ; অমা ~ উগ্‌নী 'আনকুম্ মিনাল্লা-হি মিন্

তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আর আমি আল্লাহ হতে তোমাদেরকে

شَيْءٍ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ☆

শাইয়িন্ ইনিল্ হুকমু ইল্লা-লিল্লা-হি 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু, অ 'আলাইহি ফালইয়াতাঅক্কালিল্ মুতাঅক্কিলূন্।

বাঁচাতে পারব না, বিধান তো আল্লাহর। আর আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি; তাঁর ওপরই নির্ভরশীলদের নির্ভর করা শ্রেয়।

﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ

৬৮। অ লাম্মা- দাখালূ মিন্ হাইছু আমারহুম্ আবূহুম্ মা-কা-না ইয়ুগ্‌নী 'আন্‌হুম্ মিনাল্লা-হি মিন্

(৬৮) আর যখন তারা তাদের পিতার নির্দেশ অনুযায়ী প্রবেশ করল, কিন্তু আল্লাহর বিধান হতে তারা রক্ষা পায়নি।

شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ

শাইয়িন্ ইল্লা-হা-জ্বাতান্ ফী নাফ্‌সি ইয়া'ক্বূবা ক্বদ্বোয়া-হা–; অ ইন্নাহূ লাযূ ই'ল্‌মিল্লিমা-'আল্লাম্‌না-হু অলা-কিন্না

৮ ع ১১ ২ রুকু

ইয়াকূব কেবল তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছে, আর নিশ্চয়ই সে জ্ঞানী ছিল। কেননা, আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছি।

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ ۖ قَالَ

আক্‌ছারা ন্না-সি লা-ইয়া'লামূন্। ৬৯। অ লাম্মা- দাখালূ 'আলা- ইয়ূসুফা আ- অ ~ ইলাইহি আখ-হু ক্বা-লা

কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (৬৯) আর তারা যখন ইউসুফের কাছে আসল তখন সে ভাইকে কাছে রেখে বলল,

إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ

ইন্নী ~ আনা আখূকা ফালা-তাব্‌তায়িস্ বিমা-কানূ ইয়া'মালূন্। ৭০। ফালাম্মা-জ্বাহ্‌হাযাহুম্ বিজ্বাহা-যিহিম্

নিশ্চয়ই আমি তোমার ভাই, অতএব তাদের কর্ম-কাণ্ডের জন্য দুঃখ করো না। (৭০) অতঃপর যখন তাদের সামগ্রী

جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ☆

জ্বা'আলাস্ সিক্বা- ইয়াতা ফী রহ্‌লি আখীহি ছুম্মা আয্‌যানা মুওয়ায্‌যিনুন্ আইয়্যাতুহাল্ 'ঈরু ইন্নাকুম্ লাসা-রিক্বূন্।

প্রস্তুত করে ভ্রাতার মাল-পত্রে পান-পাত্র রেখে দিল। পরে আহ্বায়ক ডাকল, হে! যাত্রীদল! তোমরাই চোর'।

আয়াত-৬৯ ঃ অর্থাৎ এ সকল লোক হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট তাঁর ভাইকে পৌঁছালে তিনি বললেন, ধন্যবাদ, তোমরা আমার পক্ষ হতে এর বিনিময় পাবে। অতঃপর তাদেরকে স্বীয় পার্শ্বেই বসিয়ে খুব সমাদর ও অভ্যর্থনা করলেন। প্রত্যেক দস্তরখানায় দুজনের জন্য আহারের ব্যবস্থা করালেন এবং তারা দুজন দুজন করে বসে গেল; বিনইয়ামীন একা পড়ে গেল, তখন সে কেঁদে উঠে বলল, আজ আমার ভাই ইউসুফ জীবিত থাকলে তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে বসাতেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) অপরাপর ভাইদের উদ্দেশ্যে বললেন, এ তো একাই পড়ে গেল, কাজেই, আমি নিজের সঙ্গে বসাচ্ছি। রাতে শয়নের সময়ও একত্রে দুজন করে নিদ্রার স্থান ঠিক করলেন এবং বিনইয়ামীন একাই পড়ে থাকল, তখন তাকে নিজের সঙ্গে শয়ন করালেন। সকালে উঠে হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, যেহেতু তোমাদের এ ভ্রাতা সর্বক্ষণে একা পড়ে থাকে, তাই তাকে আমার সঙ্গে আমার কাছেই রাখব।

٧١ قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ٧٢ قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ

৭১। ক্ব-লূ অআক্ব্‌বালূ 'আলাইহিম্ মা-যা-তাফ্‌ক্বিদূন্। ৭২। ক্ব-লূ নাফ্‌ক্বিদু ছুঅ-'আল্ মালিকি অলিমান্

(৭১) তারা তাদের দিকে লক্ষ্য করে বলল, কি হারিয়েছ? (৭২) তারা বলল, আমরা বাদশাহ্‌র পান-পাত্র হারিয়েছি। যে তা

جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ٧٣ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا

জ্বা—য়া বিহী হিম্‌লু বাঈ'রিওঁ অআনা বিহী যা'ঈম্।৭৩। ক্ব-লূ তাল্লা-হি লাক্বদ্ 'আলিম্‌তুম্ মা-জ্বি'না

আনবে সে উষ্ট্র-বোঝাই মাল পাবে, আমি তার যিম্মাদার। (৭৩) বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা জান, আমরা

لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ٧٤ قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ

লিনুফ্‌সিদা ফিল্ আরদ্বি অমা-কুন্না-সারিক্বীন্। ৭৪। ক্ব-লূ ফামা-জ্বাযা — য়ুহূ ~ ইন্ কুন্‌তুম্ কা-যিবীন্।

এ দেশে আমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে আসিনি, আর আমরা চোরও নই। (৭৪) তারা বলল, তোমাদের শাস্তি কি হবে।

٧٥ قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِىْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ

৭৫। ক্ব-লূ জ্বাযা — য়ুহূ মাওঁ য়ুজ্বিদা ফী রহ্‌লিহী ফাহুঅ জ্বাযা — য়ুহূ কাযা-লিকা নাজ্ব্‌যিজ্ জোয়া-লিমীন্।

(৭৫) তারা বলল, তার শাস্তি হল-যার মাল-পত্রে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে-ই হবে তার বিনিময়। এ'ভাবে আমরা জালিমদের শাস্তি দেই।

٧٦ فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ

৭৬। ফাবাদায়া বিআও'ইইয়াতিহিম্ ক্ব্‌ব্‌লা ওয়ি'আ — যা আখীহি ছুম্মাস্ তাখ্‌রাজ্বাহা- মিঁও ওয়ি'আ — য়ি আখীহ্;

(৭৬) ভাইয়ের মাল-পত্র তল্লাশির পূর্বে তাদের গুলো তল্লাশী চলল। পরে ভাইয়ের মাল থেকে পাত্রটি বের করা হল।

كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ

কাযা-লিকা কিদ্‌না-লিইয়ূসুফ; মা-কা-না লিইয়া''খুযা আখ-হু ফী দীনিল্ মালিকি ইল্লা ~ আইঁ

এভাবে ইউসুফকে আমি কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। সে দেশের রাজার আইন অনুসারে সহোদরকে আটক করা যায় না,

يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ٧٧ قَالُوْۤا

ইয়াশা — য়াল্লা-হ্; নার্‌ফাউ' দারাজ্বা-তিম্ মান্ নাশা — য়ু অফাওক্ব কুল্লি যী 'ইল্‌মিন্ 'আলীম্।৭৭। ক্ব-লূ ~

আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া। আমি যাকে ইচ্ছা তাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকি। জ্ঞানীর ওপর মহাজ্ঞানী আছে। (৭৭) তারা বলল,

اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا

ইঁ ইয়াসরিক্ব্ ফাক্বদ্ সারাক্বা আখুল্লাহূ মিন্ ক্ব্‌ব্‌লু, ফাআসার্‌রহা-ইয়ূসুফু ফী নাফ্‌সিহী অলাম্ ইউব্‌দিহা-

সে যদি চুরি করে থাকে, তবে ইতোপূর্বে তার ভাইও চুরি করেছিল, ইউসুফ বিষয়টি প্রকাশ না করে গোপন রেখে

لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ٧٨ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ

লাহুম্, ক্ব-লা আন্‌তুম্ শার্‌রুম্ মাকা-নান্, অল্লা-হু আ'লামু বিমা-তাছিফূন্।৭৮। ক্ব-লূ-ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ 'আযীমু

বলল, এ ব্যাপারে তোমাদের অবস্থা তো হীনতর। আর আল্লাহ তোমাদের কথা সবিশেষ অবগত। (৭৮) তারা বলল, হে আযীয! তার

إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

ইন্না লাহূ ~ আবান্ শাইখান্ কাবীরান্ ফাখুয্ আহাদানা- মাকা-নাহূ, ইন্না-নারা-কা মিনাল্ মুহ্‌সিনীন্।
৯ এক পিতা আছেন, তিনি অতিশয় বৃদ্ধ, সুতরাং তার স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন, নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে সৎ দেখছি।

ع ١١ ٣ রুকু

٧٩ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ

৭৯। ক্ব-লা মা'আযাল্লা-হি আন্ না''খুযা ইল্লা-মাওঁ অজ্বাদ্‌না-মাতা-'আনা-'ইন্দাহূ ~ ইন্না ~ ইযাল্লাজোয়া-লিমূন্।
(৭৯) বলল, যার কাছে মাল তাকে বাদে অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আল্লাহর আশ্রয় চাই। এরূপ করলে আমরাই জালিম হব।

٨٠ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ

৮০। ফালাম্মাস্ তাইয়াসূ মিন্‌হু খালাছূ নাজ্বিয়্যা-; ক্ব-লা কাবীরুহুম্ আলাম্ তা'লামূ ~ আন্না আবা-কুম্
(৮০) তারা নিরাশ হয়ে নির্জনে গিয়ে পরামর্শে বসল; তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলল, তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের

قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ

ক্বদ্ আখাযা 'আলাইকুম্ মাওছিক্বম্ মিনাল্লা-হি অমিন্ ক্ববলু মা-ফার্‌রাত্ব্‌তুম্ ফী ইয়ূসুফা ফালান্ আব্ রহাল্
নিকট থেকে আল্লাহর নামে শপথ নিয়েছেন এবং তোমরা ইতোপূর্বে ইউসুফকে নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছ? কাজেই আমি পিতার বিনা

الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

আর্‌দ্বোয়া হাত্তা-ইয়া''যানা লী ~ আবী ~ আও ইয়াহ্‌কুমাল্লা-হু লী অহুঅ খইরুল্ হা-কিমীন্।
অনুমতিতে এ স্থান কিছুতেই ত্যাগ করব না, অথবা যে পর্যন্ত আল্লাহ কোন ফয়সালা করে না দেন, আর তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী

٨١ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا

৮১। ইর্‌জ্বিঊ' ~ ইলা ~ আবীকুম্ ফাকূ্লূ ইয়া ~ আবা-না ~ ইন্নাব্ নাকা সারাক্ব, অমা-শাহিদ্‌না ~ ইল্লা-
(৮১) তোমরা পিতার কাছে ফিরে যাও, অতঃপর বলবে, হে আমাদের পিতা! নিশ্চয়ই আপনার পুত্র চুরি করেছে, যা জানি

بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ٨٢ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ

বিমা-'আলিম্‌না-অমা- কুন্না লিল্‌গাইবি হা-ফিজীন্। ৮২। অস্‌য়ালিল্ ক্বর্‌ইয়াতাল্লাতী কুন্না-ফীহা- অল্'ঈরল
তা-ই বললাম আর আমরা তো অদৃশ্য জানি না। (৮২) জনপদবাসীকে জিজ্ঞাসা করুন, যেখানে ছিলাম এবং সেই দলকেও

الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ٨٣ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ

লাতী ~ আক্ব্‌বাল্‌না- ফীহা-; অইন্না-লাছোয়া-দিকূ্ন্। ৮৩। ক্ব-লা বাল্ সাওঅলাত্ লাকুম্ আন্‌ফুসুকুম্ আম্‌রা-;
যাদের সঙ্গে আসলাম, আর আমরা সত্যবাদীই। (৮৩) বলল, বরং তোমরাই সাজিয়েছ, তোমাদের জন্য একটি মনগড়া কথা,

আয়াত-৮১ঃ অর্থাৎ তোমরা পিতার নিকট যাও এবং ঘটনাটি সত্য সত্য বল যে, "আপনার ছেলে বিনইয়ামীন শাহী পান-পাত্র চুরি করেছে? ফলে তাকে গোলাম রূপে আটক করে রেখেছে। আর প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা তাকে হেফাজত করেছিলাম; কিন্তু চুরি সম্বন্ধে তো আমাদের জানা ছিল না। আমরা কি জানি যে, আমাদের এ ছোট ভাই বিনইয়ামীনই এ পান-পাত্র চুরি করেছে। আপনার বিশ্বাস না হলে মিসরের যে স্থানে আমাদের পথরোধ করা হয়েছিল সেখানে লোক পাঠিয়ে, অথবা আমাদের সাথের কাফেলাকে জিজ্ঞাসা করুন।" অনন্তর তারা তাদের বড় ভাইকে মিসরে রেখে পিতার নিকট কেনআনে এসে সমস্ত ঘটনা যখন বর্ণনা করল তখন তাদের পিতা তাদের বর্ণনা শুনে বললেন, এসব কিছুই তোমাদের মনগড়া, এবং মিথ্যা; কি করব আর ধৈর্য ব্যতীত, সম্ভবতঃ আল্লাহপাক সকলের সঙ্গে মিলনও ঘটাবেন।

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ وَ

ফাছোয়াব্ রুন্ জ্বামীল্; 'আসাল্লা-হু আইঁ ইয়া"তিয়ানী বিহিম্ জ্বামী'আ-; ইন্নাহূ হুঅল্ 'আলীমুল্ হাকীম্। ৮৪। অ
এখন ধৈর্যই শ্রেয়–; যাতে অভিযোগ থাকবে না; হয়ত আল্লাহ সকলকে আমার কাছে এক সঙ্গে আনবেন। তিনি জ্ঞানী, বিজ্ঞ। (৮৪) সে

تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

তাঅল্লা-'আন্হুম্ অ ক্ব-লা ইয়া ~ আ-সাফা- 'আলা-ইয়ূসুফা অব্ ইয়দ্বোয়াত্ 'আইনা-হু মিনাল্ হুয্নি ফাহুঅ কাজীম্।
মুখ ফিরিয়ে নিল তাদের দিক থেকে এবং বলল, "হায় ইউসুফ!" ইউসুফের শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল, সে আত্মসংবরণকারী।

﴿٨٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ

৮৫। ক্ব–লূ তাল্লা-হি তাফ্তায়ূ তায্কুরু ইয়ূসুফা হাত্তা-তাকূনা হারদ্বোয়ান্ আও তাকূনা মিনাল্ হা-লিকীন্।
(৮৫) বলল, আল্লাহর শপথ মনে হয়, আপনি ইউসুফের কথা ভুলবেন না। যে পর্যন্ত মুমূর্ষু না হবেন অথবা মৃত্যু বরণ করবেন।

﴿٨٥﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

৮৬। ক্ব-লা ইন্নামা ~ আশ্কূ বাছ্ছী অহুয্নী ~ ইলাল্লা-হি অ আ'লামু মিনাল্লা-হি মা-লা-তা'লামূন্।
(৮৬) বলল, আল্লাহর কাছেই আমি আমার শোক ও দুঃখ পেশ করছি, আল্লাহর তরফ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।

﴿٨٦﴾ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۖ

৮৭। ইয়া বানিয়্যায্ হাবূ ফাতাহাস্সাসূ মিঁ ইয়ূসুফা অআখীহি অলা-তাইয়াসূ মির্ রওহিল্লা-হ্;
(৮৭) হে আমার পুত্ররা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ কর, আর আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না,

إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا

ইন্নাহূ লা-ইয়াই আসু মির্ রওহিল্লা-হি ইল্লাল্ ক্বওমুল্ কা-ফিরূন্। ৮৮। ফালাম্মা-দাখালূ 'আলাইহি ক্ব-লূ
যারা অবিশ্বাসী তারা ছাড়া আল্লাহর দয়া থেকে আর কেউ নিরাশ হয় না। (৮৮) অতঃপর তারা উপস্থিত হয়ে বলল,

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا

ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ 'আযীযু মাস্সানা-অআহ্লানাদ্দুর্রু অজি্'না- বিবিদ্বোয়া-'আতিম্ মুয্জ্বা-তিন ফাআওফি লানাল্
হে আযীয! কঠিন সংকট আমাদেরকে ও আমাদের পরিবারকে পেয়েছে; আমরা স্বল্প মূলধন এনেছি, আপনি আমাদেরকে

الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ

কাইলা অতাছোদ্দাক্ব 'আলাইনা-; ইন্নাল্লা-হা ইয়াজ্যিল্ মুতাছোয়াদ্দিক্বীন্। ৮৯। ক্ব-লা হাল্ 'আলিম্তুম্
পূর্ণ রসদ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন; আল্লাহ দানশীলদের পুরস্কৃত করেন। (৮৯) সে বলল, অজ্ঞ অবস্থায় তোমরা

مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۖ

মা-ফা'আল্তুম্ বিইয়ূসুফা অআখীহি ইয্ আন্তুম্ জ্বা-হিলূন্। ৯০। ক্ব-লূ ~ 'আইন্নাকা লাআন্তা ইয়ূসুফু;
ইউসুফ ও তার ভায়ের প্রতি যে ব্যবহার করেছিলে তা কি তোমাদের জানা আছে? (৯০) তারা বলল, মনে হয় তুমিই ইউসুফ!

قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي ۖ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ

ক্ব-লা আনা ইয়ূসুফু অহাযা ~ আখী ক্বদ্ মান্নাল্লা-হু 'আলাইনা-; ইন্নাহূ মাইঁ ইয়াত্তাক্বি অইয়াছ্‌বির্ ফাইন্না

(ইউসুফ) বলল, আমি ইউসুফ এবং এ আমার ভাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করেছেন। যে মুত্তাকী ও ধৈর্যশীল, নিশ্চয়ই

اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩١﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا

ল্লা-হা লা-ইয়ুদ্বী'উ আজ্‌রাল্ মুহসিনীন্। ৯১। ক্বা-লূ তাল্লা-হি লাক্বদ্ আ-ছারকাল্লা-হু 'আলাইনা- অইন্ কুন্না-

আল্লাহ ঐরূপ পুণ্যশীলদের শ্রম নষ্ট করেন না। (৯১) বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন,

لَخَاطِئِينَ ﴿٩٢﴾ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

লাখ-ত্বিয়ীন্। ৯২। ক্ব -লা লা-তাছ্‌রীবা 'আলাইকুমুল্ ইয়াওম্; ইয়াগ্‌ফিরু ল্লা-হু লাকুম্ অহুঅ আর্‌হামুর র-হিমীন্।

আমরাই অপরাধী। (৯২) বলল, আজ কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন, তিনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

﴿٩٣﴾ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي

৯৩। ইয্ হাবূ বিক্বমীছী হাযা- ফায়াল্‌কূ-হু 'আলা-অজ্‌হি আবী ইয়া''তি বাছীরন্, অ''তূনী

১০ (৯৩) আমার জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা পিতার মুখের ওপর রেখ, এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, আর পরিবারের

ع ১৪ 4 বِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ

রুকু বিআহ্‌লিকুম্ আজ্‌মা'ঈন্। ৯৪। অলাম্মা-ফাছোয়ালাতিল্ 'ঈরু ক্ব-লা আবূহুম্ ইন্নী লাআজ্বিদু রীহা ইয়ূসুফা

সবাইকে নিয়ে আসবে। (৯৪) যাত্রীদল যাত্রা করলে তাদের পিতা বলল, তোমরা আমাকে প্রলাপকারী না ভাবলে বলি,

• এক চতুর্থাংশ

لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ ﴿٩٥﴾ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٦﴾ فَلَمَّا أَن جَاءَ

লাওলা ~ আন্ তুফান্নিদূন্। ৯৫। ক্বা-লূ তাল্লা-হি ইন্নাকা লাফী দ্বলা-লিকাল্ ক্বদীম্। ৯৬। ফালাম্মা ~ আন্ জ্বা — য়াল্

আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। (৯৫) তারা বলল, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আপনি পূর্বের ভ্রান্তিতে আছেন। (৯৬) তারপর যখন

الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ

বাশীরু আল্‌ক্বা-হু 'আলা-অজ্‌হিহী ফার্‌তাদ্দা বাছীরান্ ক্ব-লা আলাম্ আকু্‌ল্ লাকুম্ ইন্নী ~ আ'লামু মিনাল্লা-হি

সুসংবাদদাতা এসে জামা তাঁর মুখে রাখলে তৎক্ষণাৎ তিনি দৃষ্টি ফিরে পান। বললেন, আমি কি বলিনি, আল্লাহ হতে আমি

مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٩٨﴾ قَالَ سَوْفَ

মা-লা-তা'লামূন্। ৯৭। ক্বা-লূ ইয়া ~ আবা-নাস্‌তাগ্‌ফির্‌লানা-যুনূবানা ~ ইন্না-কুন্না-খ-ত্বিয়ীন্। ৯৮। ক্ব-লা সাওফা

যা জানি তোমরা তা জান না? (৯৭) বলল, হে পিতা! আমাদের পাপের ক্ষমা চান, আমরা দোষী। (৯৮) বলল, তোমাদের

আয়াত-৯১ ঃ এ হতে জানা যায় যে, তাক্ওয়া অর্থাৎ গুনাহ হতে বেঁচে থাকা এবং বিপদে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন এ দুটি গুণ মানুষকে বিপদাপদ হতে মুক্তি দেয়। কোরআন পাকের বহু স্থানে এ দুটি গুণের উপরই মানুষের কামিয়াবি ও সাফল্য নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছে। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৯২ ঃ হাসান বসরী (রঃ) বলেন, প্রায় আড়াইশ' মাইল দূরত্ব হতে ইয়াকূব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-এর জামার মাধ্যমে তার গায়ের গন্ধ পান। এটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বটে। অথচ ইউসুফ (আঃ) যখন কেনানের এক কূপের ভেতরে তিন দিন পড়ে রইলেন, তখন ইয়াকূব (আঃ) এই গন্ধ অনুভব করেন নি। এ হতে বুঝা যায় যে, মু'জিযা নবীদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় এবং প্রকৃতপক্ষে মু'জিযা পয়গাম্বরদের নিজস্ব কর্মকাণ্ড নয়; বরং সরাসরি আল্লাহর কর্ম। (মাঃ কোঃ)

اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝٩٩ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ

আস্‌তাগ্‌ফিরু লাকুম্ রব্বী; ইন্নাহূ হুঅল্ গফূরুর্ রহীম্। ৯৯। ফালাম্মা-দাখালূ 'আলা-ইয়ূসুফা আ-ওয়া ~ ইলাইহি
জন্য ক্ষমা চাইব আমার রবের নিকট, তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৯৯) তারা ইউসুফের কাছে গেলে সে মাতা-পিতাকে

اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۝١٠٠ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ

আবাঅইহি অক্বা-লাদ্‌খুলূ মিছ্‌রা ইন্‌শা — য়াল্লা-হু আ-মিনীন্। ১০০। অ রফা'আ আবাঅইহি 'আলাল্ 'আর্‌শি
নিজের কাছে স্থান দিল এবং বলল, আল্লাহ চাহে তো নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন। (১০০) আর স্বীয় মা বাবাকে সিংহাসনে

وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَاىَ مِنْ قَبْلُ ۡ قَدْ جَعَلَهَا

অখার্‌রূ লাহূ সুজ্জাদান্ অক্বা-লা ইয়া ~ আবাতি হাযা- তা''ওয়ীলু রু''ইয়া-ইয়া মিন্ ক্বব্‌লু ক্বদ্ জা'আলাহা-
বসিয়ে তার সামনে সিজদায় পড়ল। ইউসুফ বলল, হে আমার পিতা! এটাই আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা যা আমি পূর্বে দেখেছিলাম;

رَبِّىْ حَقًّا ۭ وَقَدْ اَحْسَنَ بِىْٓ اِذْ اَخْرَجَنِىْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ

রব্বী হাক্ব্‌ক্ব-; অক্বদ্ আহ্‌সানা বী ~ ইয্ আখ্‌রজানী মিনাস্ সিজ্‌নি অজ্বা — য়া বিকুম্ মিনাল্ বাদ্‌ওয়ি
আমার রব তা সত্যে পরিণত করলেন; আমাকে কারাগার হতে মুক্তি আমার ও ভাইদের মধ্যে শয়তানের সৃষ্ট বিরোধের পর

مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اِخْوَتِىْ ۭ اِنَّ رَبِّىْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۭ

মিম্ বা'দি আন্ নাযাগাশ্ শাইত্বোয়া-নু বাইনী অবাইনা ইখ্‌অতী-; ইন্না রব্বী লাত্বীফুল্ লিমা-ইয়াশা — য়্;
আপনাদের সকলকে পল্লী হতে এখানে এনে আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন, নিশ্চয়ই আমার রব যা ইচ্ছা তা অতি কৌশলে

اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝١٠١ رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ

ইন্নাহূ হুঅল্ 'আলীমুল্ হাকীম্। ১০১। রব্বী ক্বদ্ আ-তাইতানী মিনাল্ মুল্‌কি অ'আল্লাম্‌তানী মিন্
সম্পন্ন করেন নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞানী, কৌশলী। (১০১) হে আমার রব! আপনি তো আমাকে রাজ্য দান করছেন; আমাকে

تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۣ اَنْتَ وَلِىّٖ فِى الدُّنْيَا

তা'ওয়ীলিল্ আহা-দীছি, ফা-ত্বিরস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি আন্‌তা অলিয়্যী ফিদ্দুনইয়া-
স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন; হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! আপনি আমার অভিভাবক ইহকালের ও পরকালের। আমাকে

وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝١٠٢ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ

অল্ আ-খিরতি, তাঅফ্‌ফানী মুস্‌লিমাওঁ অ আল্‌হিক্ব্‌নী বিচ্ছোয়া-লিহীন্। ১০২। যা-লিকা মিন্ আম্‌বা — য়িল্ গইবি
পূর্ণ মুসলিমরূপে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে পুণ্যবানদের সঙ্গে যুক্ত করুন। (১০২) এ খবর, গায়েবের যা আমি তোমাকে

نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝١٠٣ وَمَا

নূহীহি ইলাইকা অমা-কুন্‌তা লাদাইহিম্ ইয্ আজ্‌মা'উ ~ আম্‌রহুম্ অহুম্ ইয়াম্‌কুরূন্। ১০৩। অমা ~
ওহী দ্বারা অবহিত করছি; আর তাদের ষড়যন্ত্রকালে এবং তাদের ঐক্যের সময় তুমি উপস্থিত ছিলে না। (১০৩) তুমি চাইলেও

أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ

আক্‌ছারুন্না-সি অলাও হারাছ্‌তা বিমু''মিনীন্। ১০৪। অমা-তাস্‌য়ালুহুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্‌রিন্ ইন্ হুঅ
অধিকাংশ লোক ঈমান আনবার নয়। (১০৪) এ কোরআন প্রচারের বিনিময়ে তাদের কাছে তো তুমি কিছুই চাও না, এটি

১১ ع ১১ ৫ রুকু

إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٥﴾ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا

ইল্লা-যিক্‌রুল্লিল্ 'আ-লামীন্। ১০৫। অকায়াইঁয়িম্মিন্ আ-ইয়াতিন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি ইয়ামুর্‌রূনা 'আলাইহা-
তো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বৈ কিছু নয়। (১০৫) আসমান-যমীনের বহু নিদর্শন রয়েছে যা তারা প্রত্যক্ষ করে,

وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ☆

অহুম্ 'আন্‌হা-মু'রিদ্বূ'ন্। ১০৬। অমা-ইয়ু''মিনু আক্‌ছারুহুম্ বিল্লা-হি ইল্লা- অ হুম্ মুশরিকূন্।
কিন্তু তারা এ সকলের প্রতি বিমুখ। (১০৬) তাদের অধিকাংশই মুশরিক, আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, তাঁর সাথে শরীক করে।

﴿١٠٧﴾ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً

১০৭। আফাআ মিনূ ~ আন্ তা''তিয়াহুম্ গ-শিয়াতুম্ মিন্ 'আযা-বিল্লা-হি আও তা''তিয়াহুমুস্‌সা-'আতু বাগ্ তাতাঁও
(১০৭) তবে কি তারা নিজেদেরকে আল্লাহর সর্বগ্রাসী আযাব হতে বা তাদের উপর তাদের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ কয়ামতের

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٨﴾ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ

অহুম্ লা-ইয়াশ্ উরূন্। ১০৮। কুল্ হা-যিহী সাবীলী ~ আদ্'উ ~ ইলাল্লা-হি 'আলা-বাছীরাতিন্ আনা-অমানিত
উপস্থিতি হতে নিরাপদ মন করেছে? (১০৮) আপনি বলুন, এটা আমার পথ; আমি মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করি,

ওয়াক্‌ফুন্নাবী (ছাঃ)

اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٩﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا

তাবা'আনী-; অসুব্‌হা-নাল্লা-হি অমা ~ আনা মিনাল্ মুশ্‌রিকীন্। ১০৯। অমা ~ আর্‌সাল্‌না-মিন্ ক্ববলিকা ইল্লা-
আমি ও আমার অনুসারীরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আর আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই। (১০৯) আর আমি আপনার

رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا

রিজ্বা-লান্ নূহী ~ ইলাইহিম্ মিন্ আহ্‌লিল্ ক্বু-রা-; আফালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আর্‌দ্বি ফাইয়ান্‌জুরূ
পূর্বে জনপদবাসীর মধ্যে হতে পুরুষকেই ওহী দিয়ে প্রেরণ করেছিলাম। তবে কি তারা যমীনে পরিভ্রমণ করে নি

টীকা ঃ আয়াতঃ ১০৯ ঃ আরবের যে সকল অবিশ্বাসীরা বলত যে, আল্লাহর রাসূল সত্য দ্বীন প্রচারের জন্য আসমান হতে ফেরেশতা অথবা পরম সুন্দরী স্বর্গ-পরী কেন প্রেরণ করেন নি? প্রত্যুত্তরস্বরূপ আল্লাহ, তা'আলা বলছেন যে, ইতোপূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্য হতে আমি যে সকল রসূল ও ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলাম, তারা ফেরেশতা ছিল, না কি মানুষ, অথবা তারা সুন্দরী স্বর্গ-পরী ছিল , না পুরুষ? তোমরা যখন (হযরত) ইব্রাহীম, মূসা প্রভৃতি পুরুষদেরকে ফেরেশতা অথবা স্বর্গ-পরী না হওয়া সত্ত্বেও রাসূল ও ধর্মপ্রচারক বলে স্বীকার ও মান্য করছ তখন আমার প্রিয়তম রাসূল (ছঃ)-কে কেন সত্য নবী বলে স্বীকার করবে না? যদি তোমরা বল যে, পূর্ববর্তী নবীরা অসাধারণ পুরুষ ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তাদের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল বলেই আমরা তাদেরকে রাসূল বলে আনুগত্য করি, তবে তোমরা কেন ভাব না যে, আমার প্রিয় রাসূল দুনিয়া সর্বাপেক্ষা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ও আদর্শ পুরুষ। ওহী সম্বন্ধে তুলনা করলে তার সাথে জগতের অন্য কারো তুলনা হতে পারে না। ফলতঃ আমার প্রিয়তম রাসূল পুরুষোচিত সমস্ত শক্তি ও সর্বগুণের আধার হওয়া সত্ত্বেও যারা তার বিরুদ্ধাচরণ করছে, তারা পূর্ববর্তী নবীদের বিরুদ্ধাচরণের কিরূপ শোচনীয় পরিণাম হয়েছিল, তা স্মরণ করে সতর্ক হোক। কেননা, পরিণামে আমার রাসূলের বিরুদ্ধবাদী ধর্মদ্রোহীদেরকেও সেরূপ শোচনীয় দুঃখ-দুর্গতি এবং কঠোর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে আমার রাসূলের অনুসরণ যারা করে তারা সত্য দ্বীন গ্রহণপূর্বক সুপথগামী হবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তারা আমার শ্রেষ্ঠতম পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়ে জান্নাতে অবস্থান করে ধন্য হবে। আল্লাহ তাঁর মনোনীত আদর্শ পুরুষ ব্যতীত ফেরেশতা বা নারীর ওপর যে ওহী অবতীর্ণ করেন নি, এ পবিত্র আয়াত তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। (বয়ানুল কোরআন)

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ

কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতু ল্লাযীনা মিন্ ক্ববলিহিম্; অলাদা-রুল্ আ-খিরতি খইরু ল্লিল্লাযীনাত্তাক্বাও;
যাতে তারা পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা দেখে নিতে পারত? আর যারা মুত্তাকী তাদের জন্য পরকালের আবাসই

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١١٠﴾ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ

আফালা-তা'ক্বিলূন্। ১১০। হাত্তা ~ ইযাস্ তাইয়াসার্ রুসুলু অজোয়ান্নূ ~ আন্নাহুম্ ক্বদ্ কুযিবূ জ্বা — য়াহুম্ নাছ্রুনা-
শ্রেয়। তোমরা কি তা বুঝ না? (১১০) অবশেষে রাসূলরা যখন নিরাশ হল তখন লোকে ভাবল যে, তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া

فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١١﴾ لَقَدْ كَانَ

ফানুজ্জিয়া মান্ নাশা — য়্;অলা-ইয়ুরদ্দু বা''সুনা- 'আনিল্ ক্বওমিল্ মুজ্ রিমীন্। ১১১। লাক্বদ্ কা-না
হয়েছিল; আর তখন সাহায্য আসল; যাকে ইচ্ছা উদ্ধার করি; অপরাধী হতে শাস্তি সরানো যায় না। (১১১) তাদের ঘটনায়

فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ

ফী ক্বছোয়াছিহিম্ 'ইব্রতু ল্লিউলিল্ আল্বা-ব্; মা-কা-না হাদীছাঁই ইয়ুফ্তার- অলা-কিন্ তাছ্দীক্বল্
বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়। এ কোরআন কোন মিথ্যা রচনা নয়। বরং এটা তো পূর্ববর্তী আসমানী ১২

الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * ع ৯ ৬ রুকু

লাযী বাইনা ইয়াদাইহি অতাফ্ছীলা কুল্লি শাইয়িঁও অহুদাঁও অরহ্মাতাল্ লিক্বওমিঁই ইয়ু'মিনূন্।।
কিতাব সমূহের সমর্থক, সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ এবং যারা ঈমান এনেছেন তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

সূরা রা'আদ
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪৩
রুকূ ঃ ৬

الٓمٓرٰ ۚ ﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ۗ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ

১।আলিফ্ লা — ম্ মী — ম্ র-; তিল্কা আ-ইয়াতুল কিতাব্; অল্লাযী ~ উন্যিলা ইলাইকা মির্ রব্বিকাল্ হাক্কু
(১) আলিফ লা-ম, মীম-রা; তা কোরআনের আয়াত; যা তোমার কাছে তোমার রবের পক্ষ হতে যথার্থই অবতীর্ণ হয়েছে;

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ

অলা-কিন্না আক্ছারন্না-সি লা-ইয়ু'মিনূ ন্। ২। আল্লা-হুল্লাযী রফা'আস্ সামা-ওয়া-তি বিগইরি 'আমাদিন্
কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা বিশ্বাস করে না। (২) তিনিই আল্লাহ যিনি স্তম্ভ ছাড়া উর্ধ্বদেশে আকাশ স্থাপন করেছেন, যা

শানেনুযূল ঃ এ সূরাটি মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছিল। হযরত রসূলুল্লাহ (ছঃ) হিজরত' কালে অথবা এর অব্যবহিত পূর্বে যেসব সূরা নাযিল হয়েছিল, এ সূরা তার অন্যতম। মক্কার অধিবাসীরা আল্লাহর রাসূল এবং ওহীর প্রতি যে সকল মিথ্যারোপ করেছিল এবং দ্বীনের গতিরোধ করার জন্য যেসব হীন ষড়যন্ত্র করেছিল, এ সূরায় সে সকল দুষ্কার্য ও ষড়যন্ত্রে ব্যর্থতা এবং শোচনীয় পরিণামের কথা ঘোষণা করে কাফেরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে (৪১-৪২ আয়াত দ্রষ্টব্য)। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে এ-ও বলা হয়েছে যে, তাদের এ হীন প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র দিয়ে সত্যের গতি কখনো রুদ্ধ করা যাবে না; বরং আল্লাহ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলতেছেন যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এর দ্বারাই আমার শক্তি মহিমা এবং একত্ববাদের বিষয় উপলব্ধি করতে পারবে।

تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِىْ

তারাওনাহা- ছুম্মাস্ তাওয়া-'আলাল্ 'আরশি অসাখ্খরাশ্ শাম্সা অল্ ক্বমার্; কুল্লুঁই ইয়াজ্রী
তোমরা অবলোকন করছ। পরে তিনি আরশে সমাসীন হলেন। চন্দ্র-সূর্যকে নিয়মাধীন করলেন; প্রত্যেকে এক নির্দিষ্ট

لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۞

লিআজ্বালিম্ মুসাম্মা; ইয়ুদাব্বিরুল্ আম্র ইয়ুফাছ্ছিলুল্ আ-ইয়া-তি লা'আল্লাকুম্ বিলিক্ব — য়ি রব্বিকুম্ তূক্বিনূন্।
কাল পর্যন্ত পরিক্রমণ করে। কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করেন। যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী হও।

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ ③

৩। অ হুঅল্লাযী মাদ্দাল্ আর্দ্বোয়া অজ্বা'আলা ফীহা- রওয়া-সিয়া অ আন্হা-র-; অমিন্ কুল্লিছ্
(৩) তিনি যমীনকে বিস্তৃত করলেন; অতঃপর তাতে পাহাড় ও নদী স্থাপন করলেন; আর তাতে প্রত্যেক প্রকারের ফল

الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

ছামার-তি জ্বা'আলা ফীহা-যাওজ্বাইনিছ্ নাইনি ইয়ুগ্শিল্ লাইলান্নাহা-র্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল
সৃষ্টি করলেন জোড়ায় জোড়ায়, দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করে দিলেন; এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য

لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ④ وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ

লিক্বওমিঁ ইয়াতাফাক্কারূন্। ৪। অফিল্ আর্দ্বি ক্বিত্বোয়া'উম্ মুতাজ্বা-ওয়ির-তুঁও অজ্বান্নাতুম্ মিন্ আ'না-বিঁও
নিদর্শন রয়েছে। (৪) যমীনে পাশাপাশি ভূখণ্ড আছে, আংগুর বাগানসমূহ, শস্যক্ষেত্র রয়েছে, শিরবিশিষ্ট ও অশির

وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۚ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا

ওয়া যার'উঁও অনাখীলুন্ ছিন্ওয়া-নুঁও অ গইরু ছিনওয়া-নিঁই ইউস্ক্ব-বিমা — ইঁও অ-হিদিন্ অনুফাদ্দ্বিলু বা'দ্বোয়াহা-
বিশিষ্ট খেজুর গাছ একই পানিতে সিঞ্চিত, অথচ ফলসমূহের স্বাদে আমি এদের একটিকে অন্যটির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান

عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ⑤ وَاِنْ تَعْجَبْ

'আলা-বা'দ্বিন্ ফিল্ উকুল্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্লিক্বওমিঁই ইয়া'ক্বিলূন্। ৫। অ ইন্ তা'জ্বাব
করেছি। এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে। (৫) আর যদি তোমরা বিস্মিত হও, তবে তাদের এ কথায়

فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

ফা'আজ্বাবুন্ ক্বওলুহুম্ আ ইযা-কুন্না-তুর-বান্ আ ইন্না-লাফী খল্ক্বিন্ জ্বাদীদ্; উলা — য়িকাল্লাযীনা
বিস্মিত হও যে, "আমরা যখন মাটি হয়ে যাব তখন কি আবার আমরা নতুন জীবন লাভ করব?" এরাই তাদের রবকে

كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ

কাফারূ বিরব্বীহিম্ অউলা — য়িকাল্ আগ্লা-লু ফী ~ আ'না-ক্বিহিম্, অউলা — য়িকা আছহা-বু ন্না-রি
অস্বীকার করে, এবং তাদেরই গলায় থাকবে লোহার শৃঙ্খল; আর তারাই হবে নরকের অধিবাসী; তাতে তারা চিরকাল

هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٦ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ

হুম্ ফীহা-খা-লিদূন্। ৬। অ ইয়াস্‌তা'জ্বিলূনাকা বিস্‌সাইয়িয়াতি ক্বব্‌লাল্ হাসানাতি অক্বদ খলাত্ মিন্

অবস্থান করবে (৬) আর তারা আপনাকে পীড়াপীড়ি করে অমঙ্গল তরান্বিত করার জন্য মঙ্গলের পূর্বে, অথচ তাদের পূর্বে বহু

قَبْلِهِمُ الْمَثُلَٰتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ

ক্বব্‌লিহিমুল্ মাছুলা-ত;অ ইন্না রব্বাকা লাযূ মাগ্‌ফিরাতি ল্লিন্না-সি 'আলা-জুল্‌মিহিম্ অইন্না রব্বাকা

শাস্তির দৃষ্টান্ত অতীত হয়েছে; আপনার রব ক্ষমাশীল মানুষের প্রতি তাদের সীমালংঘন সত্বেও, আর নিশ্চয়ই আপনার

لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ٧ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۗ

লাশাদীদুল্ ই'ক্বা-ব্। ৭। অইয়াক্বূলুল্লাযীনা কাফারূ লাওলা ~ উন্‌যিলা 'আলাইহি আ-ইয়াতুম্ মির্ রব্বিহ্;

প্রতিপালক শাস্তি প্রদানে সুকঠিন। (৭) কাফেররা বলে, তার কাছে তার রবের পক্ষ হতে নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?

إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٨ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا ع ১ ৭ ৭ রুকু

ইন্নামা ~ আন্‌তা মুন্‌যিরুঁও অলিকুল্লি ক্বওমিন্ হা-দ্। ৮। আল্লা-হু ইয়া'লামু মা-তাহ্‌মিলু কুল্লু উন্‌ছা-অমা-

আপনি তো কেবল সতর্ককারী; আর প্রত্যেক কাওমের জন্য পথপ্রদর্শক আছে।(৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, নারী গর্ভে যা

تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ ٩ عَٰلِمُ الْغَيْبِ

তাগীদ্বুল্ আর্‌হা-মু অমা-তায্‌দা-দ্; অ কুল্লু শাইয়িন্ 'ইন্‌দাহূ বিমিক্ব্‌দা-র্। ৯। 'আ-লিমুল্ গইবি

ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু সংকচিত হয় ও বর্ধিত হয় ; আর তাঁর কাছে প্রতিটি বস্তু পরিমাণ মত আছে। (৯) তিনি দৃশ্য

وَالشَّهَٰدَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ١٠ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ

অশ্‌শাহাদাতিল্ কাবীরুল্ মুতা'আল্। ১০। সাওয়া — য়ুম্ মিন্‌কুম্ মান্ আসার্‌রল্ ক্বওলা অমান্ জ্বাহারা বিহী

অদৃশ্যের সবকিছু অবগত আছেন, তিনি; মহান, মর্যাদাবান। (১০) যে কথা গোপন রাখে বা প্রকাশ করে, কিংবা যে রাতে

وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ١١ لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ

অমান্ হুঅ মুস্‌তাখ্‌ফিম্ বিল্লাইলি অসা-রিবুম্ বিন্নাহা-র্। ১১। লাহূ মুআ'ক্ক্বিবা-তুম্ মিম্ বাইনি ইয়াদাইহি

নিজেকে গোপন রাখে এবং দিনে চলে তারা সবাই আল্লাহর কাছে সমান। (১১) তার সামনে ও পিছনে প্রহরী আছে, যারা

وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا

অ মিন্ খল্‌ফিহী ইয়াহ্‌ফাজূনাহূ মিন্ আম্‌রিল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুগইয়্যিরু মা-বিক্বওমিন্ হাত্তা-ইয়ুগ্‌ইয়্যিরূ মা-

আল্লাহর আদেশে তাকে রক্ষা করে। আল্লাহ কোন জাতীর অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা

আয়াত-১১ ঃ মানুষের রক্ষনাবেক্ষণের জন্য ফেরেশতারা পাহারায় নিয়োজিত থাকে। কিন্তু কোন সম্প্রদায় যখন আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে কু-কর্ম, কুচরিত্র এবং অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহও স্বীয় রক্ষামূলক পাহারা তুলে নেন। তার পর আল্লাহর গযব ও আযাব তাদের উপর অবতীর্ণ হয়। এই আযাব হতে নিজেকে রক্ষার কোন উপায় থাকে না। আবূ দাউদের এক হাদীসে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছু সংখ্যক রক্ষাণাবেক্ষণকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যেন কোন প্রাচীর ধসে না পড়ে কিংবা সে কোন গর্তে পতিত না হয় কিংবা কোন জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয় ইত্যাদি বিষয়ে ফেরেশতারা তার হেফাযত করেন। কিন্তু আল্লাহ যদি বিপদ দিতে চান তা হলে ফেরেশতারা সরে যান। (মাঃ কোঃ)

بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَ اِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ

বিআন্‌ফুসিহিম্; অ ইযা ~ আরা-দাল্লা-হু বিক্বওমিন্ সূ ~ য়ান্ ফালা-মারদ্দা লাহূ অমা-লাহুম্ মিন্ দূনিহী মিওঁ

পরিবর্তন করে। আর আল্লাহ যদি কোন জাতীর অমঙ্গল করতে চান, তবে তা রদ করার কোন পথ নেই। তিনি ছাড়া তাদের কোন

وَّالٍ ﴿١٢﴾ هُوَ الَّذِیْ یُرِیْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ یُنْشِئُ السَّحَابَ

ওয়া-ল্। ১২। হুঅল্লাযী ইয়ুরীকুমুল্ বার্‌ক্ব খওফাঁও ওয়া ত্বমা'আঁও অ ইয়ুন্‌শিয়ুস্ সাহা-বাছ্

সাহায্যকারী নেই। (১২) তিনি তোমাদেরকে বিজলী দেখান, যা তোমাদের ভয় ও আশার সঞ্চয় করে, তিনি ভারী মেঘমালাকে

الثِّقَالَ ﴿١٣﴾ وَ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِیْفَتِهٖ ۚ وَ یُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

ছিক্ব-ল্। ১৩। অ ইয়ুসাব্‌বিহুর্ র'দু বিহাম্‌দিহী অল্‌মালা — য়িকাতু মিন্ খীফাতিহী অইয়ুর্‌সিলুস্ ছোয়াওয়া-ইক্ব

উত্থিত করেন (১৩) বজ্র ও ফেরেশতারা ভয়ে তাঁর প্রশংসা ও তাসবীহ পড়ে, আর তিনি বজ্র পাঠান, আর যাকে ইচ্ছা

فَیُصِیْبُ بِهَا مَنْ یَّشَآءُ وَ هُمْ یُجَادِلُوْنَ فِی اللّٰهِ ۚ وَ هُوَ شَدِیْدُ الْمِحَالِ ﴿١٤﴾ لَهٗ

ফাইয়ুছীবু বিহা-মাইঁ ইয়াশা — য়ু অ হুম্ ইয়ুজা-দিলূনা ফিল্লা-হি অ হুঅ শাদীদুল্ মিহা-ল্। ১৪। লাহূ

তা দিয়ে আঘাত করেন, তারপরও তারা আল্লাহকে নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, অথচ তিনি মহা শক্তিধর। (১৪) সত্যের

دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا یَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُمْ بِشَیْءٍ اِلَّا

দা'অতুল্ হাক্ব্; অল্লাযীনা ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিহী লা-ইয়াস্‌তাজীবূনা লাহুম্ বিশাইয়িন্ ইল্লা-

আহ্বান একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। এরা তাঁকে ছাড়া অন্যকে আহ্বান করে, যারা তাদের আহ্বানে কোন সাড়া প্রদান

كَبَاسِطِ كَفَّیْهِ اِلَى الْمَآءِ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَ مَا دُعَآءُ الْكٰفِرِیْنَ اِلَّا

কাবা-সিত্বি কাফ্‌ফাইহি ইলাল্ মা — য়ি লিয়াব্‌লুগ ফা-হু অমা-হুওয়া বিবা-লিগিহ্; অমা-দু'আ — য়ুল্ কা-ফিরীনা ইল্লা-

করে না; তার উদাহরণ হল, ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে পানির আশায় হস্তদ্বয় প্রসারিত করে. কিন্তু তা পাবার নয়। কাফেরদের

فِیْ ضَلٰلٍ ﴿١٥﴾ وَ لِلّٰهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ

ফী দ্বোয়ালা-ল্। ১৫। অ লিল্লা-হি ইয়াস্‌জুদু মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি ত্বোয়াওআঁও অকার্‌হাঁও অ

আহ্বান ভ্রষ্ট। (১৫) আর আসমান-যমীনের সব কিছু ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহকে সিজদা করে, আর তাদের

সেজদা

ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ

সিজদাহ্-২

জিলা-লুহুম্ বিল্ গুদুওয়্যি অল্ আ-ছোয়া-ল্। ১৬। ক্বুল্ মার্ রব্বুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্ব; ক্বুলিল্লা-হ্;

ছায়াসমূহও সকাল-সন্ধ্যায় (সিজদা করে)। (১৬) আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন, আসমান ও যমীনের রব কে? বলুন, আল্লাহ।

قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِیَآءَ لَا یَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا ؕ قُلْ

ক্বুল্ আফাত্তাখায্‌তুম্ মিন্ দূনিহী ~ আউলিয়া — য়া লা-ইয়াম্‌লিকূনা লিআন্‌ফুসিহিম্ নাফ্'আও অলা- দ্বোয়ার্‌র-; ক্বুল্

বলুন, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক করেছ, যারা নিজেদেরই কোন লাভ-ক্ষতি করতে পারে না? বলুন,

هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا

হাল্ ইয়াস্তাওয়িল্ আ'মা-অল্ বাছীরু আম্ হাল্ তাস্তাওয়িজ্ জুলুমা-তু অন্নূরু আম্ জ্বা'আলূ

অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি কখনও সমান হতে পারে, বা অন্ধকার ও আলো কি কখনও সমান হতে পারে? তবে কি তারা আল্লাহর

لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ

লিল্লা-হি শুরাকা — য়া খলাক্ব কাখল্‌ক্বিহী ফাতাশা-বাহাল্ খল্‌ক্বু 'আলাইহিম্ ক্বুলিল্লা-হু খ-লিক্বু কুল্লি শাইয়িঁও অহুঅল্

সাথে এমন শরীক করে যারা তাঁর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যাতে উভয় সৃষ্টি অনুরূপ মনে হয়েছে? বলুন, আল্লাহ সবকিছুর

الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ ۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ

ওয়া-হিদুল্ ক্বহ্হার্। ১৭। আন্‌যালা মিনাস্‌সামা —য়ি মা —য়ান, ফাসা-লাত্ আও দিয়াতুম্ বি ক্বদারিহা- ফাহতামালাস্

স্রষ্টা, তিনি এক, পরাক্রমশালী। (১৭) তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ পরিমাণ মত প্লাবিত হয়

السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ

সাইলু যাবাদার্ র-বিয়া-; অমিম্মা-ইয়ূক্বিদূনা 'আলাইহি ফিন্না-রিব্ তিগ — য়া হিল্‌ইয়াতিন্ আও মাতা-'ইন্

তারপর প্লাবন তার উপরের আবর্জনা বহন করে নিয়ে যায়, আর অলংকার বা তৈজসপত্র তৈরির উদ্দেশ্যে যা আগুনে

زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ

যাবাদুম্ মিছ্‌লুহূ কাযা-লিকা ইয়াদ্‌রিবুল্লা-হুল্ হাক্ব্‌ক্ব অল্ বা-ত্বিল্; ফাআম্মায্ যাবাদু ফাইয়ায্‌হাবু

প্লাবিত হয়, তখন এভাবেই ময়লার গাদ উপরে আসে। এভাবেই আল্লাহ্ সত্য-মিথ্যার দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন; বস্তুত যা

جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ

জু্ফা — য়ান্ অআম্মা-মা-ইয়ান্‌ফা'উন্না-সা ফাইয়াম্‌কুছু ফিল্ আর্‌দ্ব; কাযা-লিকা ইয়াদ্ব্‌ রিবুল্লা-হুল্

আবর্জনা তা তো এভাবেই ফেলে দেয়া হয়, আর যা মানুষের উপকারী তা যমীনে থেকে যায়; এভাবে আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিয়ে

الْاَمْثَالَ ﴿١٧﴾ لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ

আম্‌ছা-ল্। ১৮। লিল্লাযী নাস্ তাজ্বা-বূ লিরব্বী হিমুল্ হুস্‌না-; অল্লাযীনা লাম্ ইয়াস্‌তাজ্বীবূ লাহূ

থাকেন। (১৮) যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান, কিন্তু যারা সাড়া দেয় না, যদি তাদের

لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ

পারা-১৩ ع ১১ ৮ রুকু

الْحِسَابِ ۙ وَمَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩﴾ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

হিসা-ব্; অমা''ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নাম্; অবি'সাল্ মিহা-দ্। ১৯। আফা মাইঁ ইয়া'লামু আন্নামা ~ উন্‌যিলা ইলাইকা

বড়ই কঠিন হবে, জাহান্নাম হবে তাদের আবাস, তা কতই না নিকৃষ্টস্থান। (১৯) আপনার রব হতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ

مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمٰى ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٠﴾ الَّذِينَ

মির্ রব্বিকাল্ হাক্বক্বু কামান্ হুঅ আ'মা-; ইন্নামা-ইয়াতাযাক্কারু উলুল্ আল্‌বা-ব্। ২০। আল্লাযীনা

হয়েছে তাকে যে সত্য জানে সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে অন্ধ? আর যে জ্ঞানী সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে। (২০) তারা এমন

يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ

ইয়ূফূনা বিআ'হ্‌দিল্লা-হি অলা-ইয়ানক্বুদ্বূনাল্ মীছা-ক্ব। ২১। অল্লাযীনা ইয়াছিলূনা মা ~ আমারাল্লা-হু

লোক যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা রক্ষা করে ও প্রতীজ্ঞা ভঙ্গ করে না। (২১) আর যারা আল্লাহর নির্দেশমত সম্পর্ক বজায়

بِهٖ أَنْ يُّوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ

বিহী ~ আইঁ ইয়ূছলা অ ইয়াখ্ শাওনা রব্বাহুম্ অ ইয়াখা-ফূনা সু — য়াল্ হিসা-ব্। ২২। অ ল্লাযীনা

রাখে, আর যারা তাদের রবকে ভয় করে এবং ভয় করে (পরকালের) কঠোর হিসাবকে। (২২) আর যারা

صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً

ছোয়াবারুব্ তিগা — য়া অজ্ হি রব্বিহিম্ অ আক্ব-মুছ ছলা-তা অআন্‌ফাক্বূ মিম্মা- রযাক্ব্‌না-হুম্ সির্‌রাঁও অ'আলা-নিয়াতাঁও

তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করে, নামায কায়েম করে, আমার প্রদত্ত রিযিক থেকে তারা গোপনে ও

وَّيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٣﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ

অইয়াদ্‌রয়ূনা বিল্ হাসানাতিস্ সাইয়িয়াতা উলা — য়িকা লাহুম্ 'উক্ববাদ্দা-র্। ২৩। জান্না-তু 'আদ্‌নিই

প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভাল দিয়ে মন্দ তাড়ায়, এদের জন্য রয়েছে পরকালের শুভ পরিণাম (২৩) স্থায়ী জান্নাত,

يَّدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُونَ

ইয়াদ্‌খুলূনাহা-অমান্ ছোয়ালাহা মিন্‌আ-বা — য়িহিম্ অ আয্‌ওয়া-জ্বিহিম্ অ যুর্‌রিয়্যা-তিহিম্ অল্ মালা — য়িকাতু ইয়াদ্‌খুলূনা

যাতে প্রবেশ করবে তারা এবং তাদের পুণ্যবান পিতা-মাতা, তাদের পতি-পত্নী ও সন্তানরা; ফেরেশতারা তাদের কাছে।

عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٤﴾ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ

'আলাইহিম্ মিন্ কুল্লি বা-ব্। ২৪। সালা-মুন্ 'আলাইকুম্ বিমা-ছোয়াবার্‌তুম্ ফানি'মা 'উক্ববাদ্দা-র্। ২৫। অল্লাযীনা

প্রত্যেক দ্বার দিয়ে। (২৪) ধৈর্যের কারণে তোমাদের প্রতি অনাবিল শান্তি বর্ষিত হোক, এ পরিণাম কত সুন্দর! (২৫) আর

يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهٖ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ أَنْ يُّوصَلَ وَ

ইয়ানক্বুদ্বূনা 'আহ্‌দাল্লা-হি মিম্ বা'দি মীছা-ক্বিহী অইয়াক্ব্‌ত্বঊনা মা ~ আমারল্লা-হু বিহী ~ আঁই ইয়ূছলা অ

যারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করার পর তা ভঙ্গ করে, সম্পর্ক বজায় রাখা সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ ছিন্ন করে, আর

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۙ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٦﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ

ইয়ুফ্‌সিদূনা ফিল্ আর্‌দ্বি উলা — য়িকা লাহুমুল্লা'নাতু অলাহুম্ সূ — য়ুদ্দা-র্। ২৬। আল্লা-হু ইয়াবসুত্বু র্
বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় যমীনে, তাদের জন্য রয়েছে অভিশাপ ও তাদের জন্যই রয়েছে নিকৃষ্ট ঘর। (২৬) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي

রিয্‌ক্ব লিমাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়াক্ব্ দির্; অফারিহূ বিল্ হাইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-অমাল্ হাইয়া-তুদ্‌দুন্‌ইয়া-ফিল্
পর্যাপ্ত রিযিক প্রদান করেন, আর যাকে ইচ্ছা কমিয়ে দেন। কিন্তু এরা পার্থিব জীবনে খুশী; অথচ ইহকাল তো পরকালের তুলনায়

الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ ع ৩ ৪ ৯ রুকু

আ-খিরতি ইল্লা-মাতা'। ২৭। অইয়াক্বূলুল্লাযীনা কাফারূ লাওলা ~ উন্‌যিলা 'আলাইহি আ-ইয়াতুম্ মির্ রব্বিহ্;
অতি সামান্য ভোগ্যসামগ্রী মাত্র। (২৭) কাফেররা বলে, তার রবের কাছ থেকে তার কাছে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?

قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا

কু্ল্ ইন্নাল্লা-হা ইয়ুদিল্লু মাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়াহ্‌দী ~ ইলাইহি মান্ আনা-ব্। ২৮। আল্লাযীনা আ-মানূ
আপনি বলুন, নিশ্চয়ই যাকে ইচ্ছে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন; তাঁর দিকে রুজূকারীকে সুপথ প্রদর্শন করেন। (২৮) তারা ঐ লোক

وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٩﴾ الَّذِينَ آمَنُوا

অতাত্ব্ মায়িন্নু কু্লূবুহুম্ বিযিক্‌রিল্লা-হ্; আলা-বিযিক্‌রিল্লা-হি তাত্ব্ মায়িন্নুল্ কু্লূব্। ২৯। আল্লাযীনা আ-মানূ
যারা ঈমান এনেছে ও আল্লাহর স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়; জেন রাখ আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়। (২৯) যারা ঈমান এনেছে

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٣٠﴾ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ

অ 'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহাতি তূ্ বা-লাহুম্ অহুসনু মাআ-ব্। ৩০। কাযা-লিকা আর্‌সাল্‌না-কা ফী ~ উম্মাতিন্ ক্বদ্
ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরই জন্যই রয়েছে সু-খবর ও উত্তম স্থান। (৩০) এভাবে আমি আপনাকে এমন এক জাতির কাছে প্রেরণ

خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ

খলাত্ মিন্ ক্বব্‌লিহা ~ উমামুল্ লিতাত্‌লুওয়া- 'আলাইহিমুল্লাযী ~ আওহাইনা ~ ইলাইকা অহুম্ ইয়াকফুরূনা
করেছি যার আগে বহু জাতি গত হয়ে গিয়েছে; এজন্য যে, আপনাকে যা অহী করি তা যেন তাদেরকে শুনান; তারা রহমানকে

بِالرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣١﴾ وَلَوْ

বির্‌রহ্‌মা-ন্; কু্ল্ হুঅ রব্বী লা ~ ইলা-হা ইল্লা- হুঅ 'আলাইহি তাওয়াক্কাল্‌তু অ ইলাইহি মাতা-ব্। ৩১। অলাও
অস্বীকার করে; বলুন, তিনি রব, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তাঁরই ওপর নির্ভর করি, তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন। (৩১) যদি

আয়াত-২৭ ঃ মক্কাবাসীরা পুনঃ পুনঃ একই সমালোচনা করে আসছে যে, তাদের আবদার মত কোন মু'জিযা কেন দেখান হয় না? এর উত্তর অনেকবার দেয়া হয়েছে, কিন্তু পুনরায় যখন এ সমালোচনা করা হল, তখন আরও উত্তমরূপে উত্তর দেয়া হল। উত্তরের সারাংশ হল, অজস্র মু'জিযা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তোমরা যখন একই প্রশ্ন করছ মনে হয় তোমরা পুরাতন পাপী, তোমাদের কপালে হিদায়ত নেই, তাই তোমাদের এ অবান্তর আবদার হেতু আল্লাহ তোমাদেরকে গোমরাহ করার ইচ্ছা রাখেন। আর যারা পূর্ব হতেই সৎ ও সত্য তারা আল্লাহর প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং হেদায়েতও তারা পায়। তাদের জন্য মু'জিযার প্রয়োজন হয় না, বরং আধ্যাত্মিক বড় মু'জিযাহ তাঁদের আছে। তা হল, স্মরণে তাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়, যেন তাদের অন্তর্দৃষ্টি নবীর কথাসমূহ প্রত্যক্ষ করে, ফলে তাদের হৃদয়ে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না।

اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ط

আন্না কুরআ-নান্ সুইয়্যিরাত্ বিহিল্ জ্বিবালু আও কুত্তিআ'ত্ বিহিল্ আর্দ্বু আও কুল্লিমা বিহিল্ মাওতা-;
কোরআন দ্বারা পাহাড় স্থানান্তর করা যেত বা যমীনকে টুকরা করা যেত বা মৃত কথা বলতো, তবু তারা ঈমান আনতো না।

بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ط اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى

বাল্ লিল্লা-হিল্ আম্‌রু জ্বামী'আ- আফালাম্ ইয়াইয়াসিল্লাযীনা আ-মানূ~ আল্লাও ইয়াশা — য়ুল্লা-হু লাহাদান
বরং সকল ক্ষমতা আল্লাহর; তবে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে হেদায়েতের

النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ

না-সা জ্বামীআ'-; অলা-ইয়াযা-লুল্লাযীনা কাফার্রূ তুছীবুহুম্ বিমা-ছোয়ানা'উক্ব-রি'আতুন্ আও তাহুল্লু
৪ ع ৫ ১০ রুকু পথ দেখাতে পারেন? আর যারা কুফরী করেছে তাদের কৃত কর্মের কারণে তাদের বিপর্যয় হতে থাকবে বা বাড়ীর আশে পাশে

قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِىَ وَعْدُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝٣٢ وَ

ক্বরীবাম্ মিন্ দা-রিহিম্ হাত্তা-ইয়া''তিয়া ওয়া'দুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুখ্‌লিফুল্ মী'আ-দ্। ৩২। অ
বিপদ আপতিত হবে, যতক্ষণ না আল্লাহর ওয়াদা এসে পড়ে। আল্লাহ কখনও ওয়াদার খেলাপ করেন না। (৩২) আর বহু

لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ قف

লাক্বদিস্ তুহ্‌যিয়া বিরুসুলিম্ মিন্ ক্ববলিকা ফাআম্‌লাইতু লিল্লাযীনা কাফার্রূ ছুম্মা আখায্‌তুহুম্
রাসূলের প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে, যারা আপনার পূর্বে গত হয়েছে, কাফেরদেরকে অবকাশ দিলাম, তারপর ধরলাম, আমার

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝٣٣ اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ج وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ

ফাকাইফা কা-না ই'ক্ব -ব্। ৩৩। আফামান্ হুঅ ক্ব — য়িমুন্ 'আলা-কুল্লি নাফ্‌সিম্ বিমা-কাসাবাত্ অজ্বা'আলূ লিল্লা-হি
শাস্তি কেমন ছিল? (৩৩) এতদসত্ত্বেও যিনি প্রত্যেকের কর্মের পর্যবেক্ষক, তিনি কি তাদের অক্ষম ইলাহ্ তুল্য? তারা আল্লাহর

شُرَكَآءَ ط قُلْ سَمُّوْهُمْ ط اَمْ تُنَبِّئُوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ

শুরাকা — য়া ক্বুল্ সাম্মূহুম্; আম্ তুনাব্বিয়ূনাহূ বিমা-লা-ইয়া'লামু ফিল্ আর্দ্বি আম্ বিজোয়া-হিরিম্ মিনাল্
সাথে বহু শরীক করেছে; বলুন, তাদের নাম বল, তোমরা কি তাঁকে এরূপ খবর দিতেছ যা যমীনে তার অজানা। বা যা

الْقَوْلِ ط بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ

ক্বওল্; বাল্ যুইয়্যিনা লিল্লাযীনা কাফার্রূ মাক্‌রুহুম্ অছুদ্দূ 'আনিস্ সাবীল্; অমাই ইয়ুদ্‌লিলিল্লা-হু
বাহ্যিক কথা? বরং শোভনীয় করা হয়েছে কাফেরদের চক্রান্ত এবং তারা বাধা পায় সৎপথ থেকে, আল্লাহ ভ্রান্ত করলে পথ

فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝٣٤ لَهُمْ عَذَابٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ج

ফামা-লাহূ মিন্ হা-দ্। ৩৪। লাহুম্ 'আযা-বুন্ ফিল্ হাইয়া-তিদ্ দুনইয়া-অলা 'আযা-বুল্ আ-খিরতি আশাক্কু
দেখানোর আর কেউ নেই। (৩৪) দুনিয়ায় জীবনে তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি, আর পরকালে রয়েছে আরও কঠোর শাস্তি!

وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٣٥﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِن

অমা-লাহুম্ মিনাল্লা-হি মিঁও ওয়া-ক্ব্ । ৩৫ । মাছালুল্ জান্নাতি ল্লাতী উ'ইদাল্ মুত্তাক্বূন্; তাজ্‌রী মিন্

তাদের জন্য কোন রক্ষাকারী নেই আল্লাহর আযাব হতে। (৩৫) মুত্তাকীদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুত দেয়া হয়েছে; ওর অবস্থা হল,

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا ۖ وَّعُقْبَى

তাহ্‌তিহাল্ আনহা-র্; উকুলুহা-দা — য়িমুঁও অজিল্লুহা-; তিল্‌কা 'উক্ব্‌বাল্ লাযীনাত্তাক্বও অ'উক্ব্‌বাল্

তার পাশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তার ফলও ছায়া স্থায়ী। এটাই মুত্তাকীদের কর্মের পরিণাম ফল; কাফেরদের কর্মের

الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ

কা-ফিরীনান্ না-র্। ৩৬। অল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল্ কিতা-বা ইয়াফ্‌রাহূনা বিমা ~ উন্‌যিলা ইলাইকা অ মিনাল্

পরিণাম আগুন। (৩৬) আমি যাদেরকে কিতাব দিলাম, তারা আপনার প্রতি অবতারিত নিয়ে খুশী; তবে কেউ কেউ এর

الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ

আহ্‌যা-বি মাইঁ ইয়ুন্‌কিরু বা'দ্বোয়াহ্; ক্বুল্ ইন্নামা ~ উমির্‌তু আন্ আ'বুদাল্লা-হা অলা ~ উশ্‌রিকা বিহী

কোন কোন অংশ অস্বীকার করে থাকে। বলুন, আমি আল্লাহর ইবাদতে আদিষ্ট, আমি কাউকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করি না;

إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ﴿٣٧﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ

ইলাইহি আদ্‌উওঅইলাইহি মাআ-ব্। ৩৭। অ কাযা-লিকা আন্‌যাল্‌না-হু হুক্‌মান্ 'আরাবিয়্যা-; অ লায়িনিত্তাবা'তা

আমি এর প্রতি ডাকি এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করব। (৩৭) এভাবে তা আরবী বিধানরূপে নাযীল করলাম, জ্ঞান আসার ৫ ع

أَهْوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٨﴾ وَلَقَدْ ৬ ১১ রুকু

আহ্‌ওয়া ~ হুম্ বা'দা মা-জ্বা — কা মিনাল্ 'ইল্‌মি মা-লাকা মিনাল্লা-হি মিঁও অলিয়্যিঁও অলা-ওয়া-ক্ব্ । ৩৮। অ লাক্বদ্

পরও আপনি তাদের ইচ্ছার অনুকরণ করলে আল্লাহর বিরুদ্ধে আপনাকে সাহায্যকারী ও বাঁচাবার কেউ নেই। (৩৮) আপনার

أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن

আর্‌সাল্‌না- রুসুলাম্ মিন্ ক্বব্‌লিকা অজ্বা'আল্‌না-লাহুম্ আয্‌ওয়া-জ্বাঁও অযুর্‌রিয়্যাহ্;অমা-কা-না লি রসূলিন্ আঁই

পূর্বে বহু রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকেও স্ত্রী ও সন্তান প্রদান করেছি। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন রাসূলই কোন

يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٩﴾ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ

ইয়া"তিয়া বিআ-ইয়াতিন্ ইল্লা-বিইয্‌নিল্লা-হ্; লিকুল্লি আজ্বালিন্ কিতা-ব্। ৩৯। ইয়াম্‌হুল্লা-হু মা-ইয়াশা — য়ু

নিদর্শন আনতে পারেন না। প্রত্যেক কালের জন্য লিখিত বিধান রয়েছে। (৩৯) আল্লাহ ইচ্ছে মত বিলুপ্ত করেন ও ঠিক

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৩৭ ঃ প্রত্যেক নবীর প্রতি তাঁর মাতৃভাষায়ই কিতাব নাযিল হয়েছে। কাজেই নবী (ছঃ) এর মাতৃভাষা আরবি হওয়ায় কোরআনও আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। তাছাড়া আরবি ভাষা শব্দ সম্ভার ও ভাষা অলংকারের দিক দিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। অন্য কোন ভাষা যার সমকক্ষ নয়। (বঃ কোঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত ঃ ৩৮ ঃ কাফেররা বলতেছিল যে, তিনি কেমন নবী যিনি সংসার করেছেন, স্ত্রী ও সন্তানাদির সাথে সম্পর্ক রাখেন। এর জবাবে আল্লাহপাক এ আয়াতটি নাযিল করেন। এর পূর্বের আয়াতে যখন বলা হয় যে, নবীর কোন স্বাধিকার নেই। তখন কাফেররা বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ (ছঃ)। তোমার ক্ষমতায় তো কিছুই নেই, যা কিছু হওয়ার ছিল তা হয়ে গিয়েছে। তখন আয়াতটি নাযিল হয়।

وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿٤٠﴾ وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ

অ ইয়ুছ্বিতু অ 'ইন্দাহূ ~ উম্মুল কিতা-ব্। ৪০। অ ইম্মা-নুরিইয়ান্নাকা বা'দ্বোয়াল্লাযী না'ইদুহুম্ আও
রাখেন, তাঁর কাছেই রয়েছে মূল গ্রন্থ। (৪০) আর তাদেরকে আমি যে ওয়াদা দিয়েছি তার কিছু যদি আপনাকে দেখাই বা

نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤١﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا

নাতাওয়াফ্ফাইয়ান্নাকা ফাইন্নামা-'আলাইকাল্ বালা-গু অ'আলাইনাল্ হিসা-ব্। ৪১। আওলাম্ ইয়ারাও আন্না-
আপনাকে মৃত্যু দেই, তবে আপনার দায়িত্ব শুধু প্রচার করা, আর আমার কর্তব্য হল হিসাব নেয়া। (৪১) তারা কি দেখে না,

نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۭ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ۭ وَهُوَ سَرِيْعُ

না''তিল্ আরদ্বোয়া নান্কু ছুহা-মিন্ আত্ব্ র-ফিহা-; অল্লা-হু ইয়াহ্কুমু লা-মু'আক্ব্ক্বিবা লিহুক্মিহ্; অ হুঅ সারীউল্
দেশকে চতুর্দিক হতে কমিয়ে এনেছি? আল্লাহ নির্দেশ দেন, তাঁর নির্দেশ রোধ করার কেউ নেই। আর তিনি হিসেবে

الْحِسَابِ ﴿٤٢﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ۭ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ

হিসা-ব্। ৪২। অ ক্বদ্ মাকারল্লাযীনা মিন্ ক্বব্লিহিম্ ফালিল্লা-হিল্ মাক্রু জ্বামী'আ ইয়া'লামু মা- তাক্সিবু কুল্লু
তৎপর। (৪২) তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু সকল কৌশল আল্লাহর হাতে। প্রত্যেকের কর্ম তিনি

نَفْسٍ ۭ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٣﴾ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ

নাফ্স্; অ সাইয়া'লামুল্ কুফ্ফা-রু লিমান্ 'উক্ব্ বা দ্দা-র্। ৪৩। অইয়াকূ্লু ল্লাযীনা কাফারূ লাস্তা
জানেন। আর কাফেররা অবশ্যই জানতে পারবে শুভ পরিণাম কার? (৪৩) আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'তুমি

ع ٦ ৬ ১২ রুকু

مُرْسَلًا ۭ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ۧ

মুর্সালা ক্বূ্ল্ কাফা-বিল্লা-হি শাহীদাম্ বাইনী-অবাইনাকুম্ অমান্ 'ইন্দাহূ 'ইল্মুল্ কিতা-ব্।
প্রেরিত নও।' বলে দিন আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ও কিতাবের জ্ঞানীরাই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।

সূরা ইব্রাহীম
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫২
রুকূ ঃ ৭

﴿١﴾ الۤرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ

১। আলিফ্ লা — ম্ র-কিতা-বুন্ আন্যালনা-হু ইলাইকা লিতুখ্রিজান্না-সা মিনাজ্ জুলুমা-তি ইলান্ নূরি
(১) আলিফ লা ম্ রা- । আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করলাম। যেন আপনি মানুষকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে

بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٢﴾ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا

বিইয্নি রব্বিহিম্ ইলা-সিরাত্বিল্ 'আযীযিল্ হামীদ্। ২। আল্লা-হিল্লাযী লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-
আসেন তাদের রবের নির্দেশে, বিজয়ী, প্রশংসিতের পথে। (২) তিনিই আল্লাহ যার আধিপত্যে রয়েছে আকাশ

فِي الْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۝٣ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ

ফিল্ আর্‌দ্বি; অ ওয়াইলুল্লিল্ কা-ফিরীনা মিন্ 'আযা-বিন্ শাদীদ্। ৩। আল্লাযীনা ইয়াস্‌তাহিব্বূনাল্

ও পৃথিবীর যা কিছু আছে সে সবের উপর, কাফেরদের জন্য কঠিন শাস্তির পরিতাপ। (৩) আর যারা প্রাধান্য দেয় পরকালের

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۗ

হা ইয়া-তাদ্ দুন্‌ইয়া-'আলাল্ আ-খিরতি অইয়াছুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি অ ইয়াব্‌গূনাহা- 'ইওয়াজ্বা–;

ওপর ইহকালের জীবনকে, আর আল্লাহর পথে মানুষকে বাধা প্রদান করে, এবং ওতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায়;

أُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ۝٤ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ

উলা — য়িকা ফি দ্বোয়ালা–লিম্ বা'ঈদ্। ৪। অমা ~ আর্‌সালনা মির্ রসূলিন্ ইল্লা-বিলিসা-নি ক্বওমিহী লিইয়ুবাইয়্যিনা

এ ধরনের লোকেরা সুদূর ভ্রান্তিতে। (৪) আমি কোন রাসূল পাঠাইনি নিজগোত্রীয় ভাষা ছাড়া। যেন সে তাদের কাছে বর্ণনা

لَهُمْ ۗ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٭

লাহুম্ ফাইয়ুদ্বিল্লুল্লা-হু মাইঁ ইয়াশা — য়ু অ ইয়াহ্‌দী মাইঁ ইয়াশা — য়্; অ হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্।

করতে পারে; আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তিনি বিজয়ী, জ্ঞানী।

۝٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ ۙ

৫। অলাক্বদ্ আর্‌সালনা-মূসা বিআ-ইয়া-তিনা ~ আন্ আখ্‌রিজ্ ক্বওমাকা মিনাজ্জুলুমা-তি ইলান্নূর্;

(৫) আর আমি মূসাকে নিদর্শনসহ প্রেরণ করে বলেছি, তোমার জাতিকে বের করে আন অন্ধকার হতে আলোর দিকে;

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيّٰىمِ اللّٰهِ ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝٦ وَإِذْ قَالَ

অযাক্কির্‌হুম্ বিআইয়্যা-মিল্লা-হ্; ইন্না ফী যা-লিকা লা আ-ইয়া-তিল্ লিকুল্লি ছোয়াব্বা-রিন্ শাকূর্। ৬। অইয্ ক্বা-লা

আল্লাহর দিন (নিয়ামত ও আযাবের) স্মরণ করাও; এতে নিদর্শন রয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্য। (৬) স্মরণ করুন,

مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ

মূসা- লিক্বওমিহিয্ কুরূনি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম্ ইয্ আন্‌জ্বা-কুম্ মিন্ আ-লি ফির'আউনা

মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা আল্লাহর করুণা কথা স্মরণ কর, যখন তিনি মুক্ত করেছিলেন তোমাদেরকে ফিরাউন

يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۗ وَ

ইয়াসূমূ নাকুম্ সূ — য়াল্ 'আযা-বি অ ইয়ুযাব্বিহূনা আব্‌না — য়াকুম্ অনিসা ~ য়াকুম্; অ

সম্প্রদায়ের কবল হতে, যারা তোমাদেরকে ঘৃণ্য শাস্তি প্রদান করত; তারা তোমাদের পুত্রদের হত্যা করত; এবং

শানেনুযূল ঃ আয়াত–৪ ঃ কাফেররা বলতে লাগল, কোরআন শরীফ মুহাম্মদ (ছঃ)-এর মাতৃভাষায় অবতীর্ণ হচ্ছে, মনে হয় তিনি নিজে বানিয়ে বলতেছেন; যদি অন্য কোন ভাষায় অবতীর্ণ হত, তবে আমরা ঈমান আনতাম। এর উত্তরে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

টীকা-(১) আয়াত-৬ ঃ সংক্ষেপে শোকর বা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হল, আল্লাহ প্রদত্ত নেয়া'মতকে তাঁর অবাধ্যতা এবং হারাম কাজে ব্যয় না করা। মুখেও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং স্বীয় কাজ-কর্মকেও তার ইচ্ছার অনুগামী করা। সবরের সারমর্ম হল, স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়াদিতে অস্থির না হওয়া। কথায় ও কাজে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা এবং ইহকালে আল্লাহর রহমতের আশা করা ও পরকালে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তির বিশ্বাস রাখা। (মাঃ কোঃ)

১ ع ৬ ১৩ রুকু

فِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٧﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ

ইয়াস্‌তাহ্‌ইয়ূনা ফী যা-লিকুম্ বালায়ুম্ মির্ রব্বিকুম্ 'আজীম্। ৭। অইয্ তায়ায্‌যানা রব্বুকুম্ লায়িন্ শাকার্‌তুম্

কন্যাদের জীবিত রাখত, এটা রবের পক্ষ হতে মহা পরীক্ষা ছিল।(৭) এবং যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেন, কৃতজ্ঞ

لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا

লাআযীদান্নাকুম্ অলায়িন্ কাফার্‌তুম্ ইন্না 'আযা-বী লাশাদীদ্। ৮। অক্ব-লা মূসা ~ ইন্ তাক্‌ফুরূ~

হলে অধিক দিব, আর অকৃতজ্ঞ হলে আমার শাস্তি হবে বড়ই কঠিন। (৮) আর মূসা বলল, তোমরা ও পৃথিবীর সবাই

أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٩﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ

আন্‌তুম্ অ মান্ ফিল্ আর্‌দ্বি জ্বামী'আন্ ফাইন্নাল্লা-হা লাগনিয়্যুন্ হামীদ্। ৯। আলাম্ ইয়া''তিকুম্

যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আল্লাহ অবশ্যই সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (৯) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তীদের

نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا

নাবায়ুল্লাযীনা মিন্ ক্বব্‌লিকুম্ ক্বওমি নূ-হিঁও অ'আ-দিঁও অছামূদ্; অল্লাযীনা মিম্ বা'দিহিম্; লা-

সংবাদ পৌঁছে নি? নূহের সম্প্রদায়ের, আদের সম্প্রদায় ও ছামূদ সম্প্রদায়ের এবং তাদের পরের লোকদের, আল্লাহই

يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ

ইয়া'লামুহুম্ ইল্লাল্লা-হ্; জ্বা — য়াত্‌হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ফারাদ্দূ ~ আইদিয়াহুম্ ফী ~ আফ্‌ওয়া-হিহিম্

তাদেরকে জানেন, রাসূলরাও আগমন করেছিলেন তাদের কাছে নিদর্শনসহ, তারা তাদের হাত মুখে রাখত এবং বলত,

وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ

অক্ব-লূ ~ ইন্না-কাফার্‌না- বিমা ~ উরসিল্‌তুম্ বিহী অইন্না-লাফী শাক্কিম্ মিম্মা- তাদ্'উনানা ~ ইলাইহি মুরীব।

আমরা তো অস্বীকার করি তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ তা, আমরা তোমার আহ্বানের বিষয় সন্দেহপোষণ করছি।

তিন চতুর্থাংশ

﴿١٠﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ

১০। ক্বা-লাত্ রুসুলুম্ আফিল্লা-হি শাক্কুন্ ফাত্বিরিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি; ইয়াদ্'উকুম্

(১০) রাসূলরা বলল, আল্লাহ সম্পর্কেও কি সন্দেহ আছে? যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা? তিনি আহ্বান করছেন, যেন

لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا

লিইয়াগ্‌ফিরলাকুম্ মিন যুনূবিকুম্ অইউআখ্‌খিরকুম্ ইলা ~ আজ্বালিম্ মুসাম্মান্; ক্বা-লূ~ইন্ আন্‌তুম্ ইল্লা-

তোমাদের গুনাহ মাপ করে দেন এবং নির্দিষ্ট কাল তোমাদেরকে অবকাশ দেন। তারা বলল, তোমরা আমাদের মতই তো

بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ

বাশারুম্ মিছ্‌লুনা-; তুরীদূনা আন্ তাছুদ্দূনা 'আম্মা- কা-না ইয়া'বুদু আ-বা — য়ুনা-ফা''তূনা-বিসুল্‌ত্বোয়া-নিম্

মানুষ, অথচ আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও পিতৃ পুরুষের উপাস্য হতে, তাই আমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে

مُّبِينٍ ﴿١١﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ

মুবীন্। ১১। ক্ব-লাত্ লাহুম্ রুসুলুহুম্ ইন্ নাহ্‌নু ইল্লা-বাশারুম্ মিছ্‌লুকুম্ অ লা-কিন্নাল্লা-হা ইয়ামুন্নু 'আলা-
এস। (১১) তাদের রাসূলরা তাদের বলল, প্রকৃত পক্ষে আমরা তোমাদের মতই মানুষ, তবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের

مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ

মাইঁ ইয়াশা — য়ু মিন্ 'ইবা-দিহ্; অমা-কা-না লানা ~ আন্ না'’তিয়াকুম্ বিসুল্‌ত্বোয়া-নিন্ ইল্লা- বিইয্‌নিল্লা-হ্;
মধ্যে যাকে ইচ্ছা তারপ্রতি অনুগ্রহ করেন, আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া প্রমাণ আনা আমাদের কাজ নয় আর

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا

অ'আলাল্লা-হি ফাল্‌ইয়াতাওয়াক্কালিল্ মু'মিনূন্। ১২। অমা-লানা ~ আল্লা-নাতাওয়াক্কালা 'আলাল্লা-হি অক্বদ্ হাদা-না-
আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে মু'মিনরা।(১২) আর আমরা কেনই বা আল্লাহর ওপর ভরসা করব না? তিনিই তো আমাদেরকে

سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ٭ ع ২ ৬ ১৪ রুকু

সুবুলানা-; অলানাছ্‌বিরন্না 'আলা-মা ~ আ-যাইতুমূনা-অ'আলাল্লা-হি ফাল্‌ইয়াতাওয়াক্কালিল্ মুতাওয়াক্কিলূন্।
পথ দেখালেন। তোমাদের প্রদত্ত কষ্ট আমরা সহ্য করব; আর যারা নির্ভরকারী তার তো আল্লাহর ওপরই নির্ভর করবে।

﴿١٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ

১৩। অক্বালাল্লাযীনা কাফারূ লিরুসুলিহিম্ লানুখ্‌রিজান্নাকুম্ মিন্ আরদ্বিনা ~ আও লাতা'উদুন্না ফী মিল্লাতিনা-;
(১৩) কাফেররা তাদের রাসূলদের বলেছিল, তোমাদেরকে দেশ হতে বহিষ্কার করবই বা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবেই;

فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ

ফাআওহা ~ ইলাইহিম্ রব্বুহুম্ লানুহ্‌লিকান্নাজ্ জোয়া-লিমীন্। ১৪। অ লানুস্‌কিনান্নাকুমুল্ আরদ্বোয়া মিম্ বা'দিহিম্
রব তাদের কাছে অতঃপর অহী পাঠালেন যে, আমি জালিমদেরকে ধ্বংস করবই। (১৪) তাদের পরে তোমাদেরকে দেশে

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٥﴾ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ

যা-লিকা লিমান্ খ-ফা মাক্বা-মী অখ-ফা অ'ঈদ্। ১৫। অস্‌তাফ্‌তাহূ অখ-বা কুল্লু জ্বাব্বা-রিন্
স্থান দিব; এটি যে আমার সমক্ষে হাযির হওয়া ও আমার শাস্তিকে ভয় করে তার জন্য। (১৫) আর তারা বিজয় চাইল,

عَنِيدٍ ﴿١٦﴾ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٧﴾ يَتَجَرَّعُهُ

'আনীদ্। ১৬। মিওঁ অরা — য়িহী জ্বাহান্নামু অইউস্‌ক্ব-মিম্ মা — ইন্ ছোয়াদীদ। ১৭। ইতাজ্বার্‌র'উহূ'
প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ হল। ১৬। প্রত্যেকের পিছে জাহান্নাম, গলিত পুঁজ পান করান হবে। (১৭) সে তা

আয়াত-১৪ ঃ অর্থাৎ পয়গাম্বর (আঃ) গণ যখন কাফেরদেরকে শুনিয়ে দিলেন যে, তোমরা তো প্রমাণাদির মীমাংসা মানলে না। সুতরাং এখন শাস্তির দ্বারা মীমাংসা হবে। যেমন নূহ (আঃ) বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ! এখন আমার ও তাদের মধ্যে মীমাংসা করে আমাকে উদ্ধার করুন। লূত (আঃ) বলেছেনঃ আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে কাফেরদের অপকর্ম হতে উদ্ধার করুন।" (বঃ কোঃ, তাফঃ মাহঃ হাঃ)

আয়াত-১৭ ঃ হাদীসে আছে, জাহান্নামীদের মাথায় ফেরেশতা লোহার হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করে মুখে পুঁজ মিশ্রিত উত্তপ্ত পানি ফেলে দেবে। এই পানি পেটে পৌঁছা মাত্র পাকস্থলী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে বের হয়ে পড়বে। (তাফঃ মাহঃ হাঃ) ৩। এই পানি পান করার পর চতুর্দিক হতে মৃত্যু হাজির হবে। মাথা হতে পা পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি অঙ্গ মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মৃত্যু কামনা করবে। (তাফঃ মাহঃ হাঃ)

وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن

অলা-ইয়াকা-দু ইউসীগুহূ অইয়া'' তীহিল মাওতু মিন্ কুল্লি মাকানিওঁ অমা- হুঅ বিমাইয়্যিত্; অ মিঁও

গিলতে চাইবে, কিন্তু সহজে সে তা গিলতে পারবে না, চতুর্দিক হতে মৃত্যু আগমন করবে, কিন্তু মরতে পারবে না।

وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ

অরা — য়িহী'আযা-বুন গলীজ্। ১৮। মাছালুল্লাযীনা কাফারূ বিরব্বিহিম্ আ'মা-লুহুম্ কারামা- দিনিশ্ তাদ্দাত্

কঠিন শাস্তি তার পিছনে অপেক্ষমাণ। (১৮) যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের দৃষ্টান্ত, তাদের কর্ম ছাই সদৃশ যা

بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ

বিহির্ রীহু ফী ইয়াওমিন্ 'আ-ছিফ্; লা- ইয়াক্ব্দিরূনা মিম্মা-কাসাবূ 'আলা-শাইয়িন্; যা-লিকা হুওয়াদ্ব

ঝড়ের দিনে প্রচণ্ড বায়ু উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাদের উপার্জিত কোন কিছুই তারা পরকালের কাজে লাগাতে পারবে না। এটা

الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِن

দ্বোয়ালা-লুল্ বা'ঈ-দ্। ১৯। আলাম্ তার আন্নাল্লা-হা খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া বিল্হাক্ব্; ইঁ

সুদূর ভ্রান্তি। (১৯) তুমি কি দেখনি, আল্লাহ আসমান ও যমীন যথার্থ সৃষ্টি করেছেন? ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধ্বংস

يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾ وَبَرَزُوا لِلَّهِ

ইয়াশা''ইয়ুয্ হিব্কুম্ অ ইয়া''তি বিখল্ক্বিন্ জ্বাদীদ্। ২০। অমা–যা-লিকা 'আলাল্লা-হি বি'আযীয্। ২১। অবারযূ লিল্লা-হি

করে তোমাদের স্থলে নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন। (২০) আর এটা আল্লাহর পক্ষে মোটেও কঠিন নয়। ২১। তারা সবাই আল্লাহর

جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ

জ্বামী'আন্ ফাক্ব-লাদ্দু 'আফা — য়ু লিল্লাযীনাস্ তাক্বারূ ~ ইন্না-কুন্না-লাকুম্ তাবা'আন্ ফাহাল্ আন্তুম্ মুগ্নূনা

সামনে হাযির হবে, তখন দুর্বলেরা অহংকারীদের বলবে, তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি আল্লাহর শাস্তি

عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۖ سَوَاءٌ عَلَيْنَا

'আন্না-মিন্ 'আযা-বিল্লা-হি মিন্ শাইয়িন্; ক্ব-লূ লাও হাদা-নাল্লা-হু লাহাদাইনা-কুম্; সাওয়া — য়ুন্ 'আলাইনা ~

হতে বাঁচাতে পারবে? তারা বলবে, আল্লাহ আমাদের সৎ পথ দিলে তোমাদেরকে পথ দেখাতাম। অধীর হই বা ধৈর্য ধরি,

ع ৩ ৯ ১৫ রুকু أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ

আজ্বাযি'না ~ আম্ ছবারনা-মা-লানা-মিম্ মাহীছ্। ২২। অক্ব-লাশ্ শাইত্বোয়া-নু লাম্মা-কু্দিয়াল্ আম্রু ইন্নাল্লা-হা

আমাদের জন্য সবই সমান; আমাদের বাঁচার পথ নেই। (২২) আর যখন কর্ম শেষ হবে, শয়তান বলবে, আল্লাহ তোমাদেরকে

وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ

অ'আদাকুম্ অ'আদাল্ হাক্ব্ক্বি অওয়াআত্তুকুম্ ফাআখ্লাফ্তুকুম্; অমা-কা-না লিয়া 'আলাইকুম্ মিন্ সুল্ত্বোয়া-নিন্

সত্য ওয়াদা দিয়েছেন এবং আমিও তোমাদের ওয়াদা দিয়েছিলাম কিন্তু রক্ষা করি নি; তোমাদের ওপর আমার আধিপত্য

إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِى ۖ فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا۠

ইল্লা ~ আন্ দা'আওতুকুম্ ফাস্‌তাজ্বাব্‌তুম্ লী ফালা-তালূমূনী অলূমূ ~ আন্‌ফুসাকুম্; মা ~ আনা-
ছিল না; আমি ডেকেছি মাত্র, আর তাতে তোমরা সাড়া দিয়েছ। তাই আমাকে দোষী কর না, তোমরা নিজদেরকে

بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِىَّ ۖ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ

বিমুছ্‌রিখিকুম্ অমা ~ আন্‌তুম্ বিমুছ্‌রিখী; ইন্নী কাফার্‌তু বিমা ~ আশ্‌রাক্‌তুমূনি মিন্ ক্বাব্‌ল্;
দোষী কর। আমি তোমাদের সাহায্যকারী নই; তোমরা যে আমাকে আল্লাহর শরীক ঠিক করেছিলে আমি তা অস্বীকার করছি।

إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ

ইন্নাজ্ জোয়া-লিমীনা লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ২৩। অউদ্‌খিলাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি
জালিমদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। (২৩) যারা মু'মিন ও নেক আমল করেছে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান

جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا

জ্বান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হারু খ-লিদীনা ফীহা-বিইয্‌নি রব্বিহিম্; তাহিয়্যাতুহুম্ ফীহা-
হবে, যার পাশ দিয়ে নদী প্রবাহিত রয়েছে; তাদের রবের ইচ্ছামত তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। সেথায় সালাম হবে

سَلَٰمٌ ﴿٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا

সালাম্। ২৪। আলাম্ তারা কাইফা দ্বরাবাল্লা-হু মাছালান্ কালিমাতান্ ত্বইয়্যিবাতান্ কাশাজ্বারাতিন্ ত্বইয়িবাতিন্ আছ্‌লুহা-
অভিবাদন। (২৪) আপনি কি দেখেন নি, কিভাবে আল্লাহ উপমা দেন? কালেমায়ে তাইয়্যেবার তুলনা উত্তম বৃক্ষ, যার

ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٥﴾ تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ

ছা-বিতুঁও অফার্'উহা-ফিস্ সামা — য়্। ২৫। তু"তী ~ উকুলাহা-কুল্লা হীনিম্ বিইয্‌নি রব্বীহা-;অইয়াদ্বরিবুল্লা-হুল্
মূল দৃঢ়, যার শাখা প্রশাখা উর্ধ্বে উত্থিত। (২৫) সে বৃক্ষ স্বীয় রবের ইচ্ছায় যা ফল দেয়, আল্লাহ মানুষের জন্য

ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱ

আম্‌ছা-লা লিন্না-সি লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন্। ২৬। অমাছাল্ কালিমাতিন্ খবীছাতিন্ কাশাজ্বারাতিন খবীছাতি নিজ্
উপমা দিয়ে থাকেন, যেন শিক্ষা গ্রহণ করে। (২৬) আর অপবিত্র কালেমার তুলনা একটি নিকৃষ্ট বৃক্ষ মাটির উপর হতে

ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴿٢٧﴾ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ

তুছ্‌ছাত্ মিন্ ফাওক্বিল্ আরদ্বি মা-লাহা-মিন্ ক্বরা-র্। ২৭। ইউছাব্বিতুল্লা-হু ল্লাযীনা আ-মানূ বিলক্বওলিছ্
যা অতি সহজে উপড়ানো যায়, যা অস্থায়ী। (২৭) যারা আল্লাহ্‌র দৃঢ় বাণীতে বিশ্বাসী স্থাপন করে আল্লাহ তাদেরকে

আয়াত-২৪ ঃ আলোচ্য আয়াতে মু'মিনকে খেজুর গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে। খেজুর গাছের শিকড় যেমন মজবুত তদ্রুপ কালেমায়ে তাইয়্যিবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত। দুনিয়ার বিপদাপদ এটাকে টলাতে পারে না। যদরুন ছাহাবীরা নিজের জান-মাল কোরবান করেছেন, কিন্তু ঈমান পরিত্যাগ করেননি। অন্যদিকে খাঁটি মু'মিন যারা তারা দুনিয়ার সকল প্রকার নোংরামি হতে দূরে থাকেন। খেজুর গাছের শাখা যেমন আসমানের দিকে উর্ধে ধাবমান, মু'মিনের সৎকর্মও তেমনি আসমানের দিকে উত্থিত হয়। খেজুর গাছের ফল যেমন সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে ভক্ষণ করা হয়, মু'মিনের সৎকর্মও তেমনি সবসময় অব্যাহত থাকে। খেজুর গাছের প্রত্যেকটি অংশই যেমন উপকারী, তেমনি মু'মিনের প্রত্যেক কথা ও কাজ এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী। (মাঃ (কোঃ)

الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ج وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ قف وَ

ছা- বিতি ফিল্ হাইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া- অফিল্ আ-খিরতি, অইয়ুদ্বিল্লু ল্লা-হুজ্ জোয়া-লিমীন্; অ
ইহকালে ও পরকালে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন, আর জালিমদেরকে আল্লাহ বিভ্রান্ত রাখবেন. আর আল্লাহ সব কিছু

৪ ع ৬ ১৬ রুকু

يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٨﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا

ইয়াফ্ 'আলুল্লা-হু মা- ইয়াশা — য়্। ২৮। আলাম তার ইলাল্লাযীনা বাদ্দালূ নি'মাতাল্লা-হি কুফ্‌রাঁও ওয়া আহাল্লু
তাঁর ইচ্ছামত করেন। (২৮) যারা আল্লাহর অনুগ্রহের স্থলে কুফুরী গ্রহণ করে তাদেরকে কি আপনি দেখনি? আর স্বীয়

قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٩﴾ جَهَنَّمَ ج يَصْلَوْنَهَا ط وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا

ক্বওমাহুম্ দা-রল্ বাওয়া-র্। ২৯। জ্বাহান্নামা ইয়াছ্লাওনাহা-; অবি'সাল্ ক্বর-র্। ৩০। অজ্বা'আলূ লিল্লা-হি আন্‌দা-দাল্
কওমকে ধ্বংসের গৃহে নামিয়েছে? (২৯) জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তা কতই না নিকৃষ্ট আবাস। (৩০) আর আল্লাহর পথ হতে

لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ط قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿٣١﴾ قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ

লিইয়ুদ্বিল্লূ 'আন্ সাবীলিহ্ ক্বু-ল্ তামাত্তা'উ ফাইন্না মাছীরকুম্ ইলান্না-র্ ৩১। ক্বু-ল লি'ইবাদিয়াল্লাযীনা
বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁর সমকক্ষ রাখে, বলুন, ভোগ করে নেও, আগুনই তোমাদের ঠিকানা। (৩১) বলে দিন, আমার মু'মিন

اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ

আ-মানূ ইয়ুক্বীমুছ ছলা-তা অ ইয়ুন্‌ফিক্বূ মিম্মা-রাযাক্বনা-হুম্ সির্‌রাঁও অ 'আলা-নিয়াতাম্ মিন্ ক্ববলি আঁই ইয়া'তিয়া
বান্দাদের, নামায আদায় করতে, গোপণে-প্রকাশ্যে আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করতে, সেদিনের পূর্বে যেদিন

يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿٣٢﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ

ইয়াওমুল্ লা-বাই'উন্ ফীহি অলা-খিলা-ল্। ৩২। আল্লা হুল্লাযী খলাকাস্‌সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্‌দ্বোয়া অ আন্‌যালা মিনাস্
ক্রয় বিক্রয় ও বন্ধুত্ব চলবে না। (৩২) আল্লাহ তিনিই, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আকাশ হতে যিনি পানি

السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ

সামা — য়ি মা — য়ান্ ফাআখ্‌রাজ্বা বিহী মিনাছ্ ছামার-তি রিয্‌ক্বাল্লাকুম্ অ সাখ্‌রা লাকুমুল্ ফুল্‌কা
বর্ষণ করিয়ে তা দিয়ে খাদ্যের জন্য ফল-মূল উৎপন্ন করেন, আর যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যা

لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿٣٣﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ

লিতাজ্বরিয়া ফিল্ বাহ্‌রি বিআম্‌রিহী অসাখ্‌খর লাকুমুল্ আন্‌হা-র্। ৩৩। অসাখ্‌খরা লাকুমুশ্ শাম্‌সা
তাঁর আদেশে সাগর বক্ষে ভেসে চলে; আর নদীকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। (৩৩) আর যিনি তোমাদের

وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٤﴾ وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ط

অল্ ক্বমারা দা — য়িবাইনি অসাখ্ খরা লাকুমুল্ লাইলা অন্নাহা-র্। ৩৪। অআ-তা-কুম্ মিন্ কুল্লি মা-সায়াল্ তুমূহ্;
অধীন করেছেন পরিক্রমণশীল সূর্য-চন্দ্রকে, অধীন করেছেন রাত-দিনকে। (৩৪) আর যিনি তাঁর নিকট চাওয়া

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٥﴾ وَإِذْ ع ৫ ৭ ১৭

অইন্ তা'উদ্দূ নি'মাতাল্লা-হি লা-তুহ্ছূহা-; ইন্নাল্ ইন্সা-না লাজোয়ালূমুন্ কাফ্ফা-র্। ৩৫। অইয্ রুকু

প্রত্যেকটি বস্তু থেকে দিলেন। আল্লাহর নেয়ামত গুনে শেষ করতে পারবে না। মানুষ বড়ই জালিম, অকৃতজ্ঞ। (৩৫) আর যখন

قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ☆

ক্বা-লা ইব্রা-হীমু রব্বিজ্'আল্ হা-যাল্ বালাদা আ-মিনাঁও অজ্‌নুব্নী- অ বানিয়্যা আন্ না'বুদাল্ আছ্না-ম্।

ইব্রাহীম বলল, হে আমার রব! এ শহরকে নিরাপদ কর; এবং আমাকে ও পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রেখ।

﴿٣٦﴾ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ

৩৬। রব্বী ইন্নাহুন্না আদ্বলাল্না কাছীরাম্ মিনান্না-সি ফামান্ তাবি'আনী ফাইন্নাহূ মিন্নী অমান্

(৩৬) হে আমার রব! এ মূর্তি-রাহু অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। যে আমার আনুগত্য করবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে

عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٧﴾ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي

'আছোয়া-নী ফাইন্নাকা গফূরুর্ রহীম্। ৩৭। রব্বানা ~ ইন্নী ~ আস্কান্তু মিন্ যুর্‌রিয়্যাতী বিওয়া-দিন্ গইরি যী

অবাধ্য হয়, তুমি তো ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৩৭) হে আমাদের রব! আমি আমার সন্তানদেরকে তোমার পবিত্র গৃহের পাশে

زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ

যার্'ইন্ 'ইন্দা বাইতিকাল্ মুহার্‌রমি রব্বানা-লিইয়ুক্বীমুছ্ ছলা-তা ফাজ্'আল্ আফ্য়িদাতাম্ মিনান্না-সি

অনুর্বর প্রান্তে বসতি প্রদান করলাম। হে আমাদের রব! যেন তারা নামায কায়েম করে; সুতরাং আপনি কিছু লোকের মন তাদের

تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ

তাহ্ওয়ী ~ ইলাইহিম্ অর্‌যুক্বহুম্ মিনাস্‌সামারা-তি লা'আল্লাহুম্ ইয়াশ্কুরূন্। ৩৮। রব্বানা ~ ইন্নাকা তা'লামু

প্রতি ঝুকান এবং ফল দ্বারা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দিন, যেন তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে। (৩৮) হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই

مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

মা-নুখ্ফী অমা-নু'লিন্; অমা-ইয়াখ্ফা-'আলাল্লা-হি মিন্ শাইয়িন্ ফিল্ আর্‌দ্বি অলা-ফিস্

আপনি আমাদের গোপন-প্রকাশ্য সবকিছু অবগত; আল্লাহর কাছে কোন বস্তু গোপন নেই, না-যমীনে, আর না

السَّمَاءِ ﴿٣٩﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ

সামা—য়্। ৩৯। আল্‌হামদু লিল্লা-হিল্লাযী অহাবালী 'আলাল্ কিবারি ইস্মা-'ঈলা অইস্হা-ক্ব্; ইন্না

আকাশে। (৩৯) সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বার্ধক্যে দান করেছেন আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাক, নিশ্চয়ই

আয়াত-৩৭ ঃ সন্তানদের জন্য আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া এজন্য করা হয়েছে, যাতে তারা কৃতজ্ঞতার সাওয়াব হাসিল করতে পারে। এভাবে নামাযের অনুবর্তিতা দিয়ে আরম্ভ করে কৃতজ্ঞতা উল্লেখের দ্বারা শেষ করা হয়েছে। মাঝখানে আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এতে শিক্ষা রয়েছে যে, মুসলমানদের এরূপই হওয়া উচিত। তার ক্রিয়া-কর্ম ও ধ্যান-ধারণার উপর আখেরাতের কল্যাণ চিন্তা প্রবল থাকা জরুরী এবং সংসারের চিন্তা ততটুকুই করা কর্তব্য, যতটুকু নেহায়েত দরকার। ইমাম মুজাহিদ (রঃ) বলেন, ইব্রাহীম (আঃ) এই দোয়ায় বলেছেনঃ কিছু সংখ্যক লোকের মন তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন নতুবা সারা বিশ্বের মুসলিম, অমুসলিম, ইহুদী-খৃষ্টান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মানুষ মক্কায় ভিড় করবে যা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাড়াবে। (মাঃ কোঃ)

رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (৪০) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَ

রব্বী লাসামী'উদ্ দু'আ — য়্। ৪০। রব্বিজ্ব্'আল্‌নী মুক্বীমাছ্ ছলা-তি অমিন্ যুর্‌রিয়্যাতী রব্বানা- অ
আমার রব প্রার্থনা শুনেন। (৪০) হে রব! আমাকে নামায কায়েমকারী করো এবং আমার, সন্তানদের থেকেও। হে রব!

৬ ع ৭ ১৮ রুকু

تَقَبَّلْ دُعَاءِ (৪১) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۞

তাক্বাব্বাল্ দু'আ — য়। ৪১। রব্বানাগ্‌ফির্‌লী অলিওয়া লিদাইয়্যা অ- লিল্‌মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল্ হিসা-ব্।
আমার প্রার্থনা গ্রহণ কর। (৪১) হে রব! আমাকে, পিতা-মাতাকে ও মু'মিনদেরকে হিসাবের দিন ক্ষমা করে দিও।

(৪২) وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ

৪২। অলা-তাহ্‌সাবান্নাল্লা-হা গ-ফিলান্ 'আম্মা ইয়া'মালুজ্জোয়া-লিমূন্; ইন্নামা-ইয়ুয়াখ্‌খিরুহুম্ লিইয়াওমিন্ তাশ্‌খাছু
(৪২) আল্লাহকে জালিমরা যা করে সে সম্পর্কে গাফিল ভেবোও না; তবে তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন চক্ষু-স্থির

فِيهِ الْأَبْصَارُ (৪৩) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ

ফীহিল্ আব্‌ছোয়া-র্। ৪৩। মুহ্‌ত্বি'ঈনা মুক্বনি'ঈ রুয়ূসিহিম্ লা-ইয়ারতাদ্দু ইলাইহিম্ ত্বোয়ারফুহুম্ অআফ্‌য়িদাতুহুম্
হওয়ার দিন পর্যন্ত। (৪৩) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দৌড়াবে, দৃষ্টি নিজেদের দিকে ফিরবে না; অন্তর

هَوَاءٌ (৪৪) وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا

হাওয়া — য়্। ৪৪। অআন্‌যিরি ন্না-সা ইয়াওমা ইয়া''তীহিমুল্ 'আযা-বু ফাইয়াকূলু ল্লাযীনা জলামূ রব্বানা ~
হবে খালি। (৪৪) মানুষকে আযাবের দিনের ভয় দেখান; যেদিন আযাব আসবে সেদিন জালিমরা বলবে, হে আমাদের রব! কিছু

أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۙ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوا

আখ্‌খির্‌না ~ ইলা ~ আজ্বালিন্ ক্বারীবিন্ নুজ্বিব্ দা'অতাকা অনাত্তাবি'ইর্ রুসুল্; আওয়ালাম্ তাকূনূ ~
কালের জন্য আমাদেরকে অবকাশ দাও; তোমার আহ্বানে সাড়া দিব, তোমরা রাসূলদের আনুগত্য করব; তোমরা কি পূর্বে

أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (৪৫) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسٰكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا

আক্বসাম্‌তুম্ মিন্ ক্বব্‌লু মা-লাকুম্ মিন্ যাওয়া-ল্। ৪৫। অসাকান্‌তুম্ ফী মাসা-কিনি ল্লাযীনা জলামূ ~
ওয়াদা কর নি যে, তোমাদের পতন নেই? (৪৫) অথচ তোমরা ছিলে জালিমদের আবাসে; তাদের প্রতি কি ব্যবহার করেছিলাম

أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (৪৬) وَقَدْ

আন্‌ফুসাহুম্ অতাবাইয়্যানা লাকুম্ কাইফা ফা'আল্‌না-বিহিম্ অদ্বরাব্‌না-লাকুমুল্ আম্‌ছা-ল্। ৪৬। অক্বদ্
তাও তোমাদের কাছে স্পষ্ট ছিল। তোমাদের নিকট তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেছিলাম। (৪৬) তারা ভীষণ চক্রান্ত

مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ

মাকারূ মাক্‌রহুম্ অ'ইন্দাল্লা-হি মাক্‌রুহুম্; অইন্ কা-না মাক্‌রুহুম্ লিতাযূলা মিন্‌হুল্
করেছে, সে চক্রান্ত আল্লাহর সম্মুখেই আছে; আর নিঃসন্দেহে ষড়যন্ত্র এমন ছিল যে, সে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হলে পর্বতসমূহ

الجبال ﴿٤٦﴾ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو

জ্বিবা-ল্‌। ৪৭। ফালা-তাহ্‌সাবান্নাল্লা-হা মুখ্‌লিফা ওয়া'দিহী রুসুলাহ্‌ ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্‌ যুন্‌

টলে যেত। (৪৭) সুতরাং এমন ভাববেন না যে, আল্লাহ রাসূলদের সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিজয়ী,

انتقام ﴿٤٧﴾ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموت وبرزوا لله

তিক্বা-ম্‌। ৪৮। ইয়াওমা তুবাদ্দালুল্‌ আরদ্বু গইরল্‌ আরদ্বি অস্‌সামাওয়া-তু অবারযূ লিল্লা-হিল্‌

প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৪৮) যেদিন এ যমীন বদলিয়ে অন্য যমীন হবে এবং আসমান সমূহকেও বদলান হবে। তারা এক

الواحد القهار ﴿٤٨﴾ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

ওয়া-হিদিল্‌ ক্বহ্‌হা-র্‌। ৪৯। অতারাল্‌ মুজ্‌রিমীনা ইয়াওমায়িযিম্‌ মুক্বার্‌রানীনা ফিল্‌ আছ্‌ফা-দ্‌।

প্রতাপশালী আল্লাহর সামনে আসবে। (৪৯) আর সেদিন আপনি অপরাধীদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় দেখতে পাবেন।

﴿٤٩﴾ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ﴿٥٠﴾ ليجزي الله كل

৫০। সারা-বীলুহুম্‌ মিন্‌ ক্বাতিরা-নিঁও অতাগ্‌শা- উজ্বূহাহুমুন্না-র্‌। ৫১। লিইয়াজ্‌যিয়াল্লা-হু কুল্লা-

(৫০) তাদের জামা হবে আলকাতরার, তাদের চেহারা অগ্নিতে আচ্ছাদিত হবে। (৫১) এ কারণে যে, আল্লাহ প্রত্যেককে

نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ﴿٥١﴾ هذا بلغ للناس و

নাফ্‌সিম্‌ মা-কাসাবাত্‌; ইন্নাল্লা-হা সারী'উল্‌ হিসা-ব্‌। ৫২। হা-যা-বালা-গুল্‌ লিন্না-সি অ লিইয়ুন্‌যারূ

তাদের কর্মফল প্রদান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অতিব তৎপর। (৫২) এটা মানুষের জন্য প্রচার; যেন তা

لينذروا به وليعلموا أنما هو إله وحد وليذكر أولوا الألبب ﴿٥٢﴾ ع ৭ ১১ ১৯ রুকু

বিহী অ লিইয়া'লামূ ~ আন্নামা-হুঅ ইলা-হুঁও ওয়া-হিদুঁও অলিয়ায্‌ যাক্কার উলুল্‌ আল্‌বা-ব্‌।

দ্বারা তারা সাবধান হয়; আর যেন তারা জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র ইলাহ; আর যেন জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে।

সূরা হিজ্‌র
মক্কাবতীর্ণ

بسم الله الرحمن الرحيم

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৯৯
রুকূ ঃ ৬

الر تلك ايت الكتب وقران مبين ﴿١﴾

১। আলিফ্‌ লা —ম্‌ র- তিল্‌কা আ-ইয়া-তুল্‌ কিতা-বি অক্বু্‌রআ-নিম্‌ মুবীন্‌।

(১) আলিফ, লাম, রা, এটা কিতাবের ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত।

টীকা-(১) আয়াত-১ ঃ এর এমন অর্থও হতে পারে যে, তাদের আকার ও আকৃতি বদলিয়ে দেয়া হবে। এতে কোন বৃক্ষ ও গৃহের আড়াল থাকবে না এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত, গভীরতা কিছুই থাকবে না। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, সম্পূর্ণ এই জগতের আবর্তে অন্য জগত এবং এই আসমানের বদলে অন্য আসমান সৃষ্টি করা হবে। হাদীস হতে উভয়টিই প্রমাণিত আছে। থানবী (রঃ) বলেছেন, সম্ভবতঃ প্রথমে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর দুনিয়ার আকারের পরিবর্তন হবে এবং পরে হিসাব-নিকাশের জন্য মানুষকে অন্য দুনিয়াতে স্থানান্তর করা হবে। এক হাদীসে আছে চামড়ার কুঞ্চন দূর করার জন্য চামড়াকে যেভাবে টান দেয়া হয়, কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে সেভাবে টান দেয়া হবে। ফলে পৃথিবীর গর্ত, পাহাড় সব সমান হয়ে একটি সমতলভূমি হয়ে যাবে। (মাঃ কোঃ বঃ কোঃ)